মাযহাবীদের গুপ্তধন

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

মাযহাবীদের গুপ্তধন

মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
গ্রাম-ডাক ঃ পশ্চিম ঘোষেরপাড়া
থানা ঃ মেলান্দ
জেলা ঃ জামালপুর

আল-ইসলাম রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

প্রকাশনায় ঃ
আল-ইসলাম রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

পঞ্চম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী ১০ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ ঃ
জায়েদ লাইব্রেরী,
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, নাজিরা বাজার, ঢাকা- ১১০০
মোবাইল : ০১১৯১১৯৬৩০০

মূল্য : ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

১। অকাট্য ভাষ্য ৫
২। মাযহাব অনুসারীদের মর্মান্তিক ঝগড়া ৯
৩। মাযহাবীদের নিকট কতিপয় প্রশ্ন? ১০
৪। মাযহাব অনুসারীদের মতবিরোধ ১৩
৫। মাযহাব অনুসারীদের জঘন্যতম ফতওয়া ২০
৬। এক মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে হালালার নামে গোপন যিনা ২৪
৭। সহীহ দলীল ছাড়া ফতওয়া গ্রহণ করা হারাম তার প্রমাণ ২৫
৮। প্রচলিত মিলাদ গোপন শির্ক ও প্রকাশ্য বিদ'আত ২৬
৯। প্রচলিত শবে বরাত বিদ'আত কেন? ২৮
১০। মুসাফাহা একটি হস্তধারণপূর্বক করতে হয় তার প্রমাণ ২৮
১১। জুমুআর আযান কখন ও কোথায় দাঁড়িয়ে দিতে হবে? ২৯
১২। সাহরীর আযান দিতে হবে ৩০
১৩। ইসলাম বহির্ভূত তাবলীগী জামা'আত থেকে সাবধান ৩১
১৪। প্রচলিত 'কালিমাহ্ তাইয়্যিবাহ'-এর ভুল সংশোধন ৩৩
১৫। কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আল্লাহর আকার আছে ৩৫
১৬। হানাফী ফিকার সর্বনাশা সিদ্ধান্ত ৩৬
১৭। বিশিষ্ট মনীষীদের ভাষ্য ৩৬
১৮। জামা'আতে নামায আদায় করা কালীন প্রত্যেক মুক্তাদীকে পরস্পরের পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে ৩৮

১৯। নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর রাখতে হবে ৩৮
২০। নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। না পড়লে নামায হবে না, সে নামায উচ্চৈঃস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক না কেন? ৩৯
২১। জেহরী নামাযে জোরে আমীন বলার প্রমাণ ৪০
২২। জেহরী নামাযের জামা'আতে আমীন কখন বলতে হবে? একটু চিন্তা করুন! ৪০
২৩। রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযে রুকুর পূর্বে ও পরে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন তার প্রমাণ ৪১
২৪। তাহাজ্জুত নামায আট রাকাআত, বিশ রাকাআত তাহাজ্জুতে (তারাবীহ) কোন হাদীস সহীহ নয় তার প্রমাণ ৪২
২৫। বিতর নামায ১, ৩, ৫, ৭, ৯ রাকাআত ৪২
২৬। দুই ঈদের নামায তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া মোট বারো (১২) তাকবীরে পড়তে হয় ৪২
২৭। জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা সশব্দে পড়া যায় এবং ৪ (চার) তাকবীর দিতে হয় ৪৩
২৮। কুরআন ও সহীহ হাদীসের মানদণ্ডে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা বিদ'আত ৪৩
২৯। এক নজরে বুখারী শরীফে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায ৪৬
৩০। আল্লাহ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অকাট্য নির্দেশাবলী ৪৭
৩১। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৪৮

بسم الله الرحمن الرحيم

অকাট্য প্রমাণ

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম

আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর হাদীস নিঃশর্তভাবে মান্য করা প্রতিটি মুসলমানের প্রতি ফরয। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ * اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

আল্লাহর হুকুম মান্য কর ও রাসূল (সঃ)-এর হুকুম মান্য কর।

(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تهتدو*

যদি তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর তবেই সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।

(সূরা নূর ৫৪ আয়াত)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ*

আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারা কাফের।

(সূরা আল-মায়িদা ৪৪ আয়াত)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ *

আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারা যালেম।

(সূরা আল-মায়িদা ৪৫ আয়াত)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ *

আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারা ফাসেক।

(সূরা আল-মায়িদা ৪৭ আয়াত)

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتتبعوا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ *

তোমাদের রবের নিকট হতে যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তারই অনুসরণ কর আর তাঁকে বাদ দিয়ে অলি আউলিয়াগণের অনুসরণ করিওনা।

(সূরা আ'রাফ ৩ আয়াত)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

হে নবী তোমার প্রতিপালকের শপথ! যে পর্যন্ত যারা তাদের বিচার মীমাংসার ভার তোমার উপর অর্পণ না করবে এবং তোমার সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন অন্তরে মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানের দাবীদার হতে পারিবে না।

(সূরা আন-নিসা ৬৫ আয়াত)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى * اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى *

আল্লাহর অবতারিত অহি ছাড়া তিনি (মুহাম্মদ সঃ) স্বীয় প্রবৃত্তি হতে কিছুই বলেন না। **(সূরা আন-নাজম ৩-৪ আয়াত)**

"আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা" এই কথার পরেই রয়েছে "ওয়া উলিল আমরে মিনকুম"। অর্থাৎ তোমাদের নেতাগণেরও (অনুসরণ কর)। কিন্তু ইহার পরেই বলা হয়েছে 'ফা ইন তানাজা'তুম ফি শায়ঈন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল'। অর্থাৎ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নির্দেশের সাথে তোমাদের নেতাগণের নির্দেশের পার্থক্য দেখা দিলে, নেতৃবৃন্দের কথাকে বাদ দিয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এই কথা বলা হয় নাই যে, উপরোক্ত মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের কথাকে পরিত্যাগ করে কিংবা উহার বিকৃত অর্থ করে কিংবা উহার সাথে মনের কল্পনা জুড়িয়া দিয়ে নেতা বা ইমামের কথাকেই সঠিক বলে সাব্যস্ত রেখে দাও। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন ঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا*

"আল্লাহর রজ্জুকে একত্রিতভাবে ধারণ কর এবং পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যেওনা।" আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে অমান্য করে যারা বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায় তারা আল্লাহদ্রোহী ছাড়া আর কি হতে পারে? কুরআন ও হাদীসের কোথাও কি এই

নির্দেশ আছে যে, মুসলমানগণ তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাও, এক দল অপর দলকে দুশমন মনে কর, পরস্পরে কাটাকাটি করতে থাক, অন্য দলের মুসলমানদেরকে কাফেরের চাইতেও বড় শত্রু বলে গণ্য কর? বলা হচ্ছে চার মাযহাব ফরয চার মাযহাবে বিভক্ত হয়ে যাও। ইহা হচ্ছে সম্পূর্ণ আল্লাহদ্রোহী আহ্বান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, * اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ মুসলমানগণ এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এই অখণ্ড বন্ধনকে ছিন্ন করে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়াকে ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ বলে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ 'চার মাযহাবই ঠিক' এই কথার শ্লোগানধারীরা অন্য মাযহাবের লোকদের সাথে কাফির মুশরিকের চেয়েও বড় শত্রুর ন্যায় আচরণ করছে। দলীয় নেতাদের অনুসরণ এমনই সীমাহীন গুরুত্ব লাভ করছে যে, দীনের সকল উৎস কুরআন ও হাদীসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে স্বীয় ইমামের নির্দেশকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখার কোন প্রয়োজন বোধ করা হচ্ছে না। আরও দাবি করা হয় যে, ইমাম আবূ হানিফা যা বলেছেন তা সবই ঠিক। সবই যদি ঠিক হল তা হলে তার দুই মহান শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ তাঁর শত শত মাসআলার বিরোধিতা করলেন কেন? আলোচ্য গ্রন্থের তরুণ গ্রন্থকার উপরোক্ত বিরোধপূর্ণ মাসআলার মাত্র কয়েকটি নমুনা হিসেবে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন যা হতে নিরপেক্ষ পাঠক এই পরম সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন যে একমাত্র অহিপ্রাপ্ত আল্লাহর রাসূল (সঃ) ব্যতিরেকে আর কোন দ্বিতীয় মানুষ নাই যিনি অভ্রান্ত– অর্থাৎ যার কোনই ভুল নাই। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এই কথা নিবেদন করতে চাই যে, তিনিও অভ্রান্ত ছিলেন না। এই কথার প্রমাণ ফেকাহ্‌র গ্রন্থাবলীতে ছড়িয়ে রয়েছে, যার ভাষা শুধু আরবী হওয়ার কারণে ইমামের কোটি কোটি অন্ধ অনুসারী সেই সব অমৃত বচন হতে মাহ্‌রূম হয়ে রয়েছে। গুপ্তধনের লেখক বহু ক্লেশ স্বীকার করে ঐগুলি সুধী পাঠকবৃন্দের বিবেকের দ্বারপ্রান্তে হাজির করে দিয়েছেন। আমরা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের অশ্লীল উপাখ্যানের কথা শুনে ছি! ছি! করতে থাকি। এখন ফিকাহ শাস্ত্রের উপাখ্যান পড়ে পাঠক কি করবেন নিজেরাই স্থির করুন। অথচ কুরআন ও হাদীসকে বাদ দিয়ে অন্ধভাবে এই ফিকারই অনুসরণ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সাবধান বাণী অতি স্পষ্ট–

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ *

তারা (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা) আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তাদের আলেম দরবেশদিগকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা আত-তাওবাহ ৩১)

এই সম্পর্কে মুসনাদ-ই- আহমাদ ও জামেউত তিরমিযীতে হাদীস রয়েছে- আদী বিন হাতিম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে আরয করেন,তারা তো তাদের পূজা করিত না। তখন তিনি বললেন– কেন নয়, তারা (আলেম দরবেশরা) তাদের উপর হালালকে হারাম করত এবং হারামকে হালাল করত, এবং তারা (জনসাধারণ) তাদের কথা মেনে চলত। এটাই ছিল তাদের ইবাদত। ফিকাহের অন্ধ অনুসারীদের বেলায় প্রিয় নবীর এই হাদীস কি অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য নয়? হানাফী ফিকাহের জন্মদাতা ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলতেন- আমরা যেই আলোচনাই প্রবৃত্ত রয়েছি তা একমাত্র রায় ও কিয়াস, সুতরাং উহা মান্য করার জন্য আমরা কাকেও বাধ্য করতে পারি না, এবং এই কথাও বলি না যে তা মান্য করা কোন মানুষের প্রতি ওয়াজিব।

(আল্লামা শিবলী নুমানী লিখিত সিরাতুন নুমান ১৮৩ পৃঃ)

কাজেই প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর প্রতি আমাদের আকুল আবেদন! একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করুন, কিয়ামত দিবসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাফায়াত লাভের ইচ্ছা থাকলে ইমাম ও আউলিয়াগণের তরীকা পরখ করে নবী (সঃ)-এর প্রদর্শিত কুরআন ও হাদীসের তরীকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সমস্ত ফির্কা ও দলাদলির সিলসিলা খতম করে দিন, অন্ধভাবে কারও অনুসরণ না করে, জ্ঞান চক্ষু খুলে একমাত্র কিতাবদ্বয়ের অনুসরণ করুন, পারস্পরিক শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসা বিদ্বেষের উৎস মূলে কুঠারাঘাত করে এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হোন। দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সার্থকতা লাভের ইটাই হচ্ছে একমাত্র পথ।

অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক

গবেষক ইসলামী চিন্তাবিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

মাযহাব অনুসারীদের মর্মান্তিক ঝগড়া

মাযহাবী ঝগড়াই যে মুসলিম সমাজের পতনের আসল কারণ একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। মাযহাবের অনুসারীগণ অস্বীকার করলেও ইতিহাস কোন দিন তা অস্বীকার করবে না। এই মাযহাবপন্থীদের গোঁড়ামি, ঝগড়া-বিবাদ আর হঠকারিতার ফলেই যে তাতারীরা সুযোগ পেয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, নিযামিয়া ইউনিভারসিটি ভেঙ্গে চুরমার করেছিল, সাড়ে পাঁচশত বছরের সঞ্চিত দুর্লভ গ্রন্থরাজী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নর-নারীকে কতল করেছিল-একথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। রাসায়েলে কুবরার ২য় খণ্ডের ৩৫২ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে ঃ পূর্বদেশগুলোয় তাতারীদের যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কারণ হলো মাযহাব নিয়ে ফির্কা পরস্তদের অতি মাত্রায় গণ্ডগোল। ইমাম শাফেয়ীর সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারা যারা ইমাম আবূ হানিফার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের উপর ভীষণভাবে বিদ্বেষ পরায়ণ, এতদূর পর্যন্ত যে তারা হানাফীদেরকে ইসলাম থেকেই খারিজ করে রেখেছে। আবার হানাফীরাও নিজেদের মাযহাবের অন্ধ গোঁড়ামির দরুন শাফেয়ীর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। এমনকি তাদেরকেও হানাফীরা ইসলাম থেকে খারিজ করে রেখেছে। আবার ইমাম আহ্‌মদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারাও মুসলমানদের অন্যান্য মাযহাবের উপর ভীষণ চটা। ঐরূপ পশ্চিম দেশগুলোর ইমাম মালেকের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারাও নিজেদের মাযহাবের অন্ধ গোঁড়ামির দরুন অন্যান্য মাযহাবের লোকদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, আর অন্যান্য মাযহাবপন্থীদের বিদ্বেষ মালেকীদের উপরও কম নয়। (রাসায়েলে কুবরা ২য় খণ্ড ৩৫২ পৃষ্ঠা)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর ইযালাতুল খফা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ বনী উমাইয়াদের শাসনের অবসানকাল (১৫০ হিঃ) পর্যন্ত কোন মুসলমান নিজেকে হানাফী শাফেয়ী বলতেন না। স্ব-স্ব গুরুজনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করতেন। আব্বাসী খলিফাদের শাসন যুগের মধ্য ভাগে প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য একটি করে নাম নির্দিষ্ট করে বাছাই করে নিলেন। আর আপন গুরুজনের কথা না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালন

করার নীতি বাদ দিয়ে দিলেন। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, এখন সেই মততেদ মাযহাবের বুনিয়াদে পরিণত হলো। আরব রাজত্বের অবসানের পর (৬৫৬ হিঃ) মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ মাযহাবের যতটুকু খেয়াল রাখতে পেরেছিলেন-তাকেই তিত্তিরূপে গ্রহণ করলেন। আর যা পূর্ববর্তীদের কথার দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছিল, এখন তা আসল সুন্নাতরূপে গৃহীত হলো। এদের বিদ্যা হচ্ছে এক অনুমানের উপর আর এক অনুমান, এক পরিকল্পনার উপর আর এক পরিকল্পনা। আবার সেই অনুমানকে গ্রহণ করে আর এক অনুমান। এদের রাজত্ব অগ্নিপূজকদের ন্যায়, তফাৎ শুধু এটুকু যে, এরা নামায পড়ে, কালেমা উচ্চারণ করে। আমরা এই যুগ সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছি, জানিনা এরপর আল্লাহর কি ইচ্ছা আছে।

(শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর ইযালাতুল খফা গ্রন্থে দেখুন)

মাযহাবীদের নিকট কতিপয় প্রশ্ন?

(১) মাযহাব কাকে বলে? (২) মাযহাবের শাব্দিক অর্থ কি? (৩) প্রচলিত চার মাযহাব মান্য করা কি ফরয? (৪) যদি ফরয হয়ে থাকে তা হলে এই ফরযটি উদ্ভাবন করল কে? (৫) ইহা কি সকলের জন্যেই? (৬) না কিছু লোকের জন্য? (৭) যারা চার মাযহাব মানে না, তারা কি মুসলমান নয়? (৮) হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চার মাযহাব কখন সৃষ্টি হয়েছে? (৯) কে সৃষ্টি করেছে? (১০) কেন করেছে? (১১) ইহা করা ও মানার জন্য কি আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশ আছে? (১২) যাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁরা কি এই মাযহাবগুলি বানিয়ে নিতে বলেছেন? (১৩) রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের মাযহাব কি ছিল? (১৪) উহা কি এখনও প্রচলিত আছে? নাকি বন্ধ হয়ে গেছে? (১৫) বন্ধ হলে কে বন্ধ করল? (১৬) কেন করল? (১৭) বন্ধ করবার অধিকার কে দিল? (১৮) আর যদি বন্ধ না হয়ে থাক তবে অন্যের নামে মাযহাব সৃষ্টি করার প্রয়োজন কি? (১৯) চার মাযহাব মান্য করা ফরয হলে যারা চার মাযহাব মানেন না অথবা চার মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার আগে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের উপায় কি? (২০) (নাউযুবিল্লাহ) তারা কি দোযখী হবেন? (২১। ইমাম চারজন কোন মাযহাব মানতেন? (২২) তাঁদের পিতা-মাতা, ওস্তাদ মণ্ডলী ও পূর্বপুরুষগণ কার মাযহাব মেনে চলতেন? (২৩) সেই মাযহাব কি এখন মানা যায় না? (২৪) ঈমানদারীতে এবং কুরআন হাদীসের বিদ্যায় চার

ইমাম শ্রেষ্ঠ ছিলেন না চার খলীফা? (২৫) যদি খলিফাগণ শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন তবে তাঁদের নামে মাযহাব হল না কেন? (২৬) তাঁরা কি ইমামগণ অপেক্ষা কম যোগ্য ছিলেন? (২৭) নবীর নামে কালেমা পড়বে, ইমামদের নামে মাযহাব মানবে আর পীর-ফকীরদের তরীকা মত চলবে এই নির্দেশ কুরআন হাদীসে কোথায় আছে? (২৮) আল্লাহর নবীর কি মাযহাব বা তরিকা নাই? (২৯) সেই মাযহাব বা তরীকা কি যথেষ্ট নয়? (৩০) নবীর প্রতি ইসলাম কি পরিপূর্ণ করা হয় নাই? (৩১) রসূলুল্লাহ (সঃ) কি কামিল নবী নন? (৩২) ইসলাম কি মুকাম্মাল ধর্ম নয়? (৩৩) ইসলাম পূর্ণ পরিণত এবং নবী মোস্তফা (সঃ) কামিল হয়ে থাকলে অন্যের মত পথ মান্য করার অবকাশ কোথায়? (৩৪) যারা পূর্ণ পরিণত ইসলাম এবং কামিল নবীকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করে অন্যের দ্বারা তা পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখছে, তারা কি কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করছে না? (৩৫) যে দলটি মুক্তি পাবে বলে নবী (সঃ) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন-সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল চার মাযহাবের কোনটি? (৩৬) বেহেশতের পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম বুঝাবার জন্য আল্লাহর রাসূল একটি সরল রেখা অঙ্কন করে বললেন, ইহা আল্লাহর পথ। তোমরা ইহার অনুসরণ কর। তৎপর ঐ সরল রেখাটির ডানে-বামে আর কতকগুলি রেখা আঁকলেন ও বললেন, এই পথগুলির প্রত্যেকটির একটি করে শয়তান আছে। তারা নিজ নিজ পথের দিকে ডাকছে। তোমরা ঐ পথগুলির অনুসরণ করিও না। যদি কর, তা হলে তারা তোমাদিগকে সরল পথ হতে বিভ্রান্ত করে ফেলবে- মিশকাত। এই হাদীস অনুযায়ী রসূলের পথ সিরাতুল মুস্তাকীম ব্যতীত অন্য পথগুলি কি শয়তানের পথ নয়? (৩৭) কালেমা পড়া হয় নবীর নামে, কবরে রাখা হয় নবীর তরীকায়, কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে নবীর কথা, হাশর ময়দানেও নবী শাফা'আত করবেন-সেই মহা নবীর তরীকা বাদ দিয়ে অন্যের তরীকা মানলে নাজাত পাওয়া যাবে কি? (৩৮) বাংলাদেশে মাযার ও পীরের অন্ত নাই; যত পীর, তত তরীকা। পীর সাহেবরা আজকাল কেবলা বানিয়ে নিয়েছেন। মানুষ কি মানুষের কেবলা হতে পারে? (৩৯) তারা তাদের আস্তানাগুলিকে দায়রা শরীফ, খানকা শরীফ, মাযার শরীফ, ওরশ শরীফ প্রভৃতি নাম দিয়ে মুসলমানদের তীর্থস্থান মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের অবমাননার অপচেষ্টায় মেতে উঠছে। (৪০) এগুলি কি দীন ও শরীয়তের নামে ভণ্ডামী নয়? (৪১) মুসলমানদের আল্লাহ এক, নবী এক, কুরআন এক, কেবলা এক এবং একই তাদের ধর্মকর্ম রীতি-নীতি। সুতরাং তাদের মুক্তি ও কল্যাণের পথ হচ্ছে মাত্র একটিই। যা ইসলাম, সিরাতে মুস্তাকীম বা তরীকায়ে মুহাম্মাদী।

মাযহাব অর্থ চলার পথ। ইহাই সঠিক অর্থ। কিন্তু মাযহাবীদের মতে মাযহাব অর্থ মত ও পথ। এই অর্থে দুনিয়াতে যত মত ও পথ আছে সবই মাযহাব। তারা বলেন, ইমাম আবূ হানিফার মত ও পথ হানাফী মাযহাব। ইমাম মালেকের মত ও পথ মালেকী মাযহাব। ইমাম শাফেয়ীর মত ও পথ শাফেয়ী মাযহাব। আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মত ও পথ হাম্বলী মাযহাব। তা হলে নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মত ও পথ মুহাম্মাদী মাযহাব নয় কি? আর সকলের মত ও পথের চেয়ে নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মত ও পথ যে অতি উত্তম ও উৎকৃষ্ট মত ও পথ, এই কথা কোন মুসলমানকে বলে দিতে হবে না। কাজেই সকলের মত ও পথ পরিহার ও পরিবর্জন করে পথ-দিশারী মহানবীর মহাপবিত্র মতে ও পথেই আমাদেরকে চলতে হবে। অন্য কারোও মতে ও পথে চলার জন্য নির্দেশ নাই। যে সকল ইমামদের নামে তাদের ভক্তরা মাযহাব বানিয়েছে, ঐ সকল ইমামদের জন্মের আগে মাযহাব ছিল না, তাঁদের যামানায় মাযহাব হয় নাই।

মাযহাব হয়েছে তাঁদের মৃত্যুর বহু দিন পরে। (১) ইমাম আবূ হানিফার জন্ম ৮০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন ১৫০ হিজরীতে। (২) ইমাম মালেকের জন্ম ৯০ হিজরীতে আর তাঁর মৃত্যু হল ১৭৯ হিজরীতে। (৩) ইমাম শাফিয়ীর জন্ম ১৫০ হিজরীতে আর তার মৃত্যু হল ২০৪ হিজরীতে। (৪) আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের জন্ম ১৬৪ হিজরীতে আর তার মৃত্যু হল ২৪১ হিজরীতে।

যেদিন ইমাম আবূ হানিফার মৃত্যু হল সেই দিন ইমাম শাফেয়ীর জন্ম হয়েছে। এই দুই জনের সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাত নাই। মাযহাব হয়েছে ৪০০ হিজরীতে। ইমাম আবূ হানিফার মৃত্যুর আড়াইশো বৎসর পরে। এই মাযহাব মুসলমানদের জন্য ফরয হয় কি করে সুধী সমাজকে বুঝবার জন্য অনুরোধ করি। চার ইমামের জন্মের পূর্বেও ইসলাম ছিল, মুসলমান ছিল। তখন তাঁদের কারো মত ও পথের দরকার হয় নাই, এখনও দরকার নাই। তখন ও মুসলমানদের কাছে কুরআন হাদীস ছিল, এখনও আছে। কাজেই কুরআন ও হাদীসই যথেষ্ট। কারো ব্যক্তিগত পথে চলার নির্দেশ নাই। কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়। সুতরাং নির্ভুল কুরআন হাদীসই মুসলমানদের মেনে চলতে হবে। চার মাযহাবের কোন একটিও মেনে চলার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ নাই।

মাযহাব অনুসারীদের মতবিরোধ

ইমাম আবূ হানিফার শতকরা প্রায় ষাট ভাগ মসলার বিরোধী ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রবর্গ ইমাম ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম জুফার। তার কিছুটা নমুনা দেয়া হল ঃ

১। যে কোন ভাষায় নামাযের সূরা (কিরআত) পড়লে ইমাম আবূ হানিফার মতে উত্তম যদিও সে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে তা না জায়েয।
(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠা)

২। নামাযে রুকু থেকে উঁঠে রাব্বানা লাকাল হাম্দ বলা ইমাম আবূ হানিফার মতে নাজায়েয কিন্তু ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয।
(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠা)

৩। নামাযের তিতর ঘায়ের পট্টি খুলে গেলে ইমাম আবূ হানিফার মতে নামায নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে নামায নষ্ট হয় না। **(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠা)**

৪। কুয়ার তিতর ইঁদুর পড়ে মরে গেলে ঐ কুয়ার পানি দ্বারা অযু করে নামায পড়লে ইমাম আবূ হানিফার মতে নামায হবে কিন্তু শাগরেদদ্বয়ের মতে নামায হবে না। **(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠা)**

৫। রোগ মুক্তির জন্য হারাম জানোয়ারের প্রস্রাব পান করা ইমাম আবূ হানিফার মতে হারাম কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে হালাল। **(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠা)**

৬। নবিজের মদের দ্বারা অযু করা ইমাম আবূ হানিফার মতে জায়েয কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।
(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠা)

৭। ঠাণ্ডার তয় হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফার মতে জায়েয, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।
(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠা)

৮। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যে সকল মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছেন সে সকল মেয়েদেরকে কেউ বিবাহ করলে ও যৌন ক্ষুধা মিটালে ইমাম আবূ হানিফার মতে কোন হদ (শাস্তির) প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে হদ (শাস্তি) দিতে হবে।
(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৫১৬ পৃষ্ঠা)

৯। কোন ব্যক্তি যদি কোন স্ত্রীর মল দ্বারে যৌন ক্ষুধা মিটায় তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে কোন কাফ্ফারা (শাস্তির) প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে কাফ্ফারা (শাস্তি) দিতে হবে।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৫১৬ পৃষ্ঠা)

১০। ইমাম সাহেব যদি কুরআন হাতে নিয়ে নামাযের কিরআত পড়ে তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে নামায নষ্ট হবে না।

(হিদায়াব ১৪০১ হিঃ আশবাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠা)

১১। যদি নফল নামায আট রাকায়াত এক সালামে পড়ে তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে জায়েয হবে কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে চার রাকায়াতের বেশী পড়লে জায়েয হবে না।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপাব ১ম খণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠা)

১২। কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আরম্ভ করে যদি কোন কারণ ছাঁড়াই বসে নামায আদায় করে তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে নামায হয়ে যাবে কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে নামায হবে না।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ১৫০ পৃষ্ঠা)

১৩। খেজুর ভিজানো পানি যাতে ফেনা ধরে গেছে এরূপ পানিতে অযু করা ইমাম আবূ হানিফার মতে জায়েয কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠা)

১৪। খেজুর ভিজানো পানি যাতে ফেনা ধরে গেছে ইমাম আবূ হানিফার মতে সেই পানি হালাল কিন্তু আবূ ইউসুফের মতে হালাল নয়।

(হিদায়ার ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফাযী ছাপাব ১ম খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠা)

১৫। ইমাম আবূ হানিফার মতে তায়াম্মুমের নিয়ত করা ফরজ, কিন্তু যুফরের মতে ফরজ নয়।

(হিদাযাব ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খণ্ডের ৩৪ পৃষ্ঠা)

১৬। ইমাম আবূ হানিফার মতে ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হতে আসরের নামাযের সময় আরম্ভ হয় কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে ছায়া এক গুণ হওয়ার পর হতেই আসরের সময় আরম্ভ হয়।

(হিদায়ার ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠা)

১৭। ইমাম আবূ হানিফার মতে নামাযে সিজদার সময় নাক অথবা কপাল যে কোন একটি মাটিতে ঠেকালেই নামায জায়েয হবে। কিন্তু মুহাম্মাদের মতে জায়েয হবে না। নাক কপাল দুটোকেই ঠেকাতে হবে।

(হিদায়ার ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠা)

১৮। শারাব পানকারীর মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হওয়ার পর সে যদি স্বীকার করে যে আমি শারাব পান করেছি, তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তার প্রতি হদ (শাস্তি) জারী করা ওয়াজিব নয়, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে হদ ওয়াজিব হবে। **(হিদাযার ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খণ্ডের ৫০৭ পৃষ্ঠা)**

১৯। মদখোরের মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়ার পর সাক্ষীরা যদি বলে যে, হাঁ সে মদ খেয়েছে, তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তার প্রতি হদ (শাস্তি) জারী করা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মুহাম্মাদের মতে হদ (শাস্তি) জারী করা ওয়াজিব হবে। **(হিদায়ার ১২৯৯ হিজরীর মোস্তফায়ী ছাপার ১ম খণ্ডের ৫০৭ পৃষ্ঠা)**

২০। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোড়ার মাংসকে হালাল বলেছেন, কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা মকরূহ মনে করেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, আমি ইমাম আবূ হানিফার এই কথাটা মানিনা কারণ বহু হাদীসে উল্লেখ আছে যে ঘোড়ার মাংস হালাল। **(কিতাবুল আসার; ইমাম মোহাম্মদ)**

২১। মোজার উপর মাসাহ করা ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসুফের মতে নাজায়েয, কিন্তু মুহাম্মাদের মতে জায়িয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠা)

২২। একটি স্ত্রী লোকের পেট থেকে দু'টি সন্তান হলে একটি সন্তান হওয়ার ৪০ (চল্লিশ) দিন পরে দ্বিতীয় সন্তান হলে ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসুফের মতে নেফাসের ইদ্দত ১ম ছেলে হতে ধরতে হবে কিন্তু মুহাম্মাদের মতে ২য় সন্তান হতে নেফাসের ইদ্দত ধরতে হবে।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপাব ১ম খণ্ডের ৭০ পৃঃ)

২৩। সিরকা দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম ইউসুফের মতে জায়েজ কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৭০ পৃঃ)

২৪। হারাম জানোয়ারের প্রস্রাব এক চতুর্থাংশ কাপড়ে লাগলে ঐ কাপড়ে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয, কিন্তু অর্ধ হাত পরিমাণ প্রস্রাব লাগলে আবূ ইউসুফের মতে জায়িয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খণ্ডের ৭৫ পৃঃ)

২৫। হাতের তালু পরিমাণ নাপাক লাগিয়ে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে জায়েয। কিন্তু মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৭৭ পৃঃ)

২৬। এক চতুর্থাংশ রান (জানু) খুলে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয, কিন্তু আবূ ইউসুফের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৯৩ পৃঃ)

২৭। তাকবীরে তাহরীমায় আল্লাহু আকবার না বলে সুবহানাল্লাহ আর রহমান বলে নামায আরম্ভ করা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয কিন্তু আবূ ইউসুফের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ১০১ পৃঃ)

২৮। ফারসি ভাষায় তাকবীর বলে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসুফের মতে জায়েয, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ১০১ পৃঃ)

২৯। রুকু ও সিজদা হতে উঠে দেরী করা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে ফরজ নয় কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফের মতে দেরী করা ফরজ।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ১০৭ পৃঃ)

৩০। নামাযের ভিতর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললে ইমাম আবূ হানিফা ও মুহাম্মাদের মতে নামায নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আবূ ইউসুফের মতে নামায নষ্ট হয় না। **(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ১৩৭ পৃঃ)**

৩১। দাঁড়ি খিলাল করা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয কিন্তু আবূ ইউসুফের মতে সুন্নাত।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

৩২। ব্যবহৃত পানি দ্বারা নাপাকী পরিষ্কার করা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে জায়েয কিন্তু মুহাম্মাদের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৩৯ পৃঃ)

৩৩। ছাগল যদি কুয়ার ভেতর প্রস্রাব করে তবে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে সেই কুয়ার পানি ছেঁচে ফেলতে হবে কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে ছেঁচতে হবে না।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৪২ পৃঃ)

৩৪। পাথর, ইট দ্বারা তায়াম্মুম করা ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৫১ পৃঃ)

৩৫। বিধর্মী ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য যদি তায়াম্মুম করে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয। কিন্তু আবূ ইউসুফের মতে নাজায়েয। **(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৫২ পৃঃ)**

৩৬। অযু করে নামায শুরু করে যদি অযু নষ্ট হয়ে যায় তবে অযু না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয

কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফের মতে নাজায়েয।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৫৪ পৃঃ)

৩৭। তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর যদি পানি পাওয়া যায় তবে পুনরায় অযু করে নামায পড়তে হবে এটা ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফের মতে পুনরায় নামায পড়তে হবে না।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ৫৫ পৃঃ)

৩৮। ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত যদি বাদ পড়ে যায় তবে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে সেই সুন্নাত পড়তে হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে সেই সুন্নাত নামায বেলা দুপুরের পূর্বে পড়তে হবে।

(হিদায়ার ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপার ১ম খঃ ২১৯ পৃঃ)

৩৯। ইমাম আবূ হানিফার মতে ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হলেই জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমান হলেই জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়।

(আরবী, উর্দু ও বাংলা কুদুরী ১ম খণ্ড ৩০ পৃঃ; অনুবাদক মাওঃ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী এম, এম, এম, এফ, আর, এস গোল্ড মেডালিস্ট)

৪০। সূর্যাস্তের পর আকাশের লালিমা দূর হয়ে গেলে আকাশ প্রান্তে যে সাদা আভা দেখা যায় ইমাম আবূ হানিফার মতে তাকেই শফক বলা হয় কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে লালিমাকেই শফক বলা হয়। শফক বিদূরিত হলেই এশার নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। (ঐ, কুদুরী ৩১ পৃঃ)

৪১। ইমাম আবূ হানিফার মতে নামাযের জন্য কিরাআতের নিম্নতম পরিমাণ এতটুকু কুরআনের আয়াত হওয়া চায়, যাকে অন্ততঃ কুরআনের আয়াত বলা যায়। কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াতের কম হলে চলবে না। (ঐ, কুদুরী ৪৩ পৃঃ)

৪২। ইমাম আবূ হানিফার মতে বৃদ্ধা নারীদের জন্য ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযের জামআতে যেতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে বৃদ্ধা রমণীগণের জন্য সমস্ত নামাযের জামআতে যাওয়া দুরস্ত আছে। (ঐ, কুদুরী ৪৫ পৃঃ)

৪৩। যদি নামাযে নিদ্রা আসে এবং সেই নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দোষ হয় অথবা ফজরের নামায পড়া অবস্থায় সূর্য উদয় হয়ে গেছে অথবা পট্টির উপর মাসেহ করা ছিল কিন্তু এখন পট্টি পড়ে গেছে অথবা সে ইস্তেহাযা রোগী ছিল, কিন্তু ভাল হয়ে গেছে এই সকল অবস্থায় ইমাম আবূ হানিফার মতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

(ঐ, কুদুরী ৪৮ পৃঃ)

৪৪। যে কোন অবস্থায় নৌকায় বসে বসে নামায পড়া ইমাম আবূ হানিফার মতে জায়েয কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে বিনা কারণে জায়েয নাই। (ঐ, কুদুরী ৬৪ পৃঃ)

৪৫। জুম'আর নামায পড়ার মনস্থ করে জুম'আর নামায পড়ার জন্য যাত্রা করলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তার জোহরের নামায বাতিল হয়ে যাবে কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে সে ইমামের সাথে যোগ না দেয়া পর্যন্ত তার জোহরের নামায বাতিল হবে না। (ঐ, কুদুরী ৬৭ পৃঃ)

৪৬। ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পথে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে হয় না ইমাম আবূ হানিফার মতে, কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে হয়। (ঐ, কুদুরী ৬৯ পৃঃ)

৪৭। সূর্য গ্রহণের নামাযে ইমাম আবূ হানিফার মতে কিরাআত মনে মনে পড়তে হবে, কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে। (ঐ, কুদুরী ৭২ পৃঃ)

৪৮। ইমাম আবূ হানিফার মতে ইস্তেস্কার নামায জামাআতে পড়লে চলবে না। ইস্তেস্কার নামায একা একা পড়লে জায়েয হবে, কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ইমাম সাহেব সকলকে নিয়ে জামাআতে দুই রাকআত নামায পড়বেন। (ঐ, কুদুরী৭৩ পৃঃ)

৪৯। কোন নাপাকী ব্যক্তি শহীদ হলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তাকে গোসল করাতে হবে। তেমনিভাবে নাবালেগ শহীদ হলেও গোসল করাতে হবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে গোসল করাতে হবে না।

(ঐ, কুদুরী ৮২ পৃঃ)

৫০। ইমাম আবূ হানিফার মতে চল্লিশের উর্ধ্বে ষাট পর্যন্ত আনুপাতিক হারে যাকাত দিতে হবে কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে চল্লিশের উর্ধ্বে ষাটটির পূর্ব পর্যন্ত অতিরিক্ত যাকাত দিতে হবে না। (ঐ, কুদুরী ৯০ পৃঃ)

৫১। ইমাম আবূ হানিফার মতে শুধু পুরুষ জাতীয় ঘোড়ার যাকাত দিতে হয় না, কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ঘোড়ার যাকাত দিতে হয় না।

(ঐ, কুদুরী ৯২ পৃঃ)

৫২। ইমাম আবূ হানিফার মতে দুইশত দিরহামের উপর চল্লিশের কম হলে অতিরিক্ত রৌপ্যের যাকাত দিতে হবে না, কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে দুই শতের বেশী হলে তার যাকাত ঠিক সেই হারেই হিসাব করে দিতে হবে। (ঐ, কুদুরী ৯৪ পৃঃ)

৫৩। জমিনে উৎপন্ন ফসল বেশী হোক এবং তা নদী বা ঝরণার পানি কিংবা বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হোক ও ফল কম হোক বা বেশী হোক কোন তারতম্য ছাড়াই তার দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে ইমাম আবূ হানিফার মতে। কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে অন্ততঃ পাঁচ অছক উদ্বৃত্ত না হলে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে না। (ঐ, কুদুরী ৯৭ পৃঃ)

৫৪। ইমাম আবূ হানিফার মতে স্বর্ণের দাম ধরে রৌপ্যের সাথে যোগ করতে হবে যাতে পূর্ণ নিসাব হয়। কিন্তু সাহেবাইনের মতে স্বর্ণের দাম ধরে নিসাব পুরা করার জন্য রৌপ্যের সাথে যোগ করা চলবে না। (ঐ, কুদুরী ৯৭ পৃঃ)

৫৫। স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না ইমাম আবূ হানিফার মতে, কিন্তু সাহেবাইনের মতে স্ত্রী স্বামীকে যাকাতের মাল দিতে পারবে।

(ঐ, কুদুরী ১০০ পৃঃ)

৫৬। বিনা ওজরে মসজিদের বাহিরে এক ঘণ্টাকাল থাকলে ইমাম আবূ হানিফার মতে এ'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে অর্ধদিন অর্থাৎ ছয় ঘণ্টার বেশী সময় মসজিদের বাহিরে থাকলে এ'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে-অন্যথায় নষ্ট হবে না। (ঐ, কুদুরী ১১৩ পৃঃ)

৫৭। দু'জনে একজনকে একটি ঘর দান করলে তা জায়েয হবে। আর যদি একজনে দু'জনকে একটি ঘর দান করে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে শুদ্ধ হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে শুদ্ধ হবে। (ঐ, কুদুরী ১৪৯ পৃঃ)

৫৮। ইমাম আবূ হানিফার মতে বিবাহ ব্যাপারে কাকেও কসম দেওয়া হবে না, কিন্তু সাহেবাইনের মতে কসম দেয়া হবে। (ঐ, কুদুরী ১৪৯ পৃঃ)

৫৯। যদি 'আইয়্যামিন'-এর স্থলে 'আল-আইয়্যাম' বলে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তার অর্থ 'দশ দিন' হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তার অর্থ সাত দিন হবে। (ঐ, কুদুরী ১৩৮ পৃঃ)

৬০। ইমাম আবূ হানিফা ও মুহাম্মাদের মতে পুরুষের মূত্রনালীতে ঔষধ দিলে রোজা নষ্ট হবে না। কিন্তু আবূ ইউসুফের মতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

(ঐ, কুদুরী ১০৮ পৃঃ)

৬১। তাকবীরের পরিবর্তে 'আল্লাহু আজাল্লা' অথবা 'আল্লাহু আ'যম' অথবা 'আর-রাহমানু আকবার' বললে ইমাম আবূ হানিফা ও মুহাম্মাদের মতে শুদ্ধ হবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ বলেন যে, 'আল্লাহু আকবার' বা 'আল্লাহু কাবীর' ব্যতীত অন্য কিছু বললে শুদ্ধ হবে না। (ঐ, কুদুরী ৩৭ পৃঃ)

মাযহাব অনুসারীদের জঘন্যতম ফতওয়া

রাসূল (সঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী সঙ্গম করার উদ্দেশ্যে উভয়ের লিঙ্গ একত্র করে সামান্য অংশ প্রবেশ করলেও উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয়- তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক- **(সহীহ তিরমিযী)**। সহীহ হাদীসের বিপরীতমুখী যে সকল জঘন্যতম ফতওয়া এখনও মাযহাবীগণ চালু রেখেছেন তার কিছুটা নমুনা তুলে ধরলাম।

১। ইমাম আবূ হানিফার তরীকা অনুযায়ী চতুস্পদ জন্তু, মৃতদেহ অথবা নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করার উদ্দেশ্যে উভয়ের লিঙ্গ একত্র হয়ে কিছু অংশ প্রবেশ করলেও অযু নষ্ট হবে না। শুধু পুং লিঙ্গ ধৌত করতে হবে।

(দুররে মুখতার অযুর অধ্যায়)।

২। যদি কোন লোক মৃত স্ত্রী লোকের অথবা চতুস্পদ জন্তুর স্ত্রী অংঙ্গে বা অন্য কোন দ্বারে রোযার অবস্থায় বলাৎকার করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না।

(শারহে বিকায়া, লক্ষ্ণৌ-এর ইউসুফী ছাপার ১ম জেলদের ২৩৮ পৃঃ)

৩। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যে সকল মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছেন। যথা- মাতা, ভগ্নি, নিজের কন্যা, খালা, ফুফু ইত্যাদি স্ত্রী লোককে যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ করে ও তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তার উপর কোন হদ (শাস্তি) নাই।

(হিদায়া ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ৫১৬ পৃঃ, আলমগিরী মিসরী ছাপা ২য় খণ্ড ১৬৫ পৃঃ, বাবুল ওয়াতী ৪৯৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৪। বাদশাহ যদি জিনা করে তার কোন হদ বা শাস্তি নাই।

(হিদায়া ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৫২০ পৃঃ)

৫। বাদশাহ যদি কারো সাথে জোর পূর্বক জিনা (যৌন সঙ্গম) করে তবে আবূ হানিফার মতে সেই ব্যক্তির উপর কোন হদের (শাস্তির) প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাদশাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যদি জোর পূর্বক কারো সাথে জিনা করে তবে আবূ হানিফার মতে সেই ব্যক্তির উপর হদ জারী করতে হবে।

(হিদায়া ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৫১৯ পৃঃ)

৬। কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলার সাথে জিনা করতে থাকে এবং ঐ জিনার অবস্থায় যদি অন্য কেহ দেখে ফেলে আর জিনাকারী ব্যক্তি যদি মিথ্যা করে বলে এই মেয়েটি আমার স্ত্রী তাহলে উভয় জিনাকারীর উপরই হদের (শাস্তির) প্রয়োজন নাই।

(হিদায়া ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৫১৯ পৃঃ)

৭। নামাযের শেষে সালাম না ফিরিয়ে কেউ যদি ইচ্ছা করে বায়ু ছাড়ে বা কথা বলে এমন কি যে কাজ নামাযের অবস্থায় হারাম সেই কাজ করে ফেলে তবে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

(হিদায়া ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ১৩০ পৃঃ)

৮। রমযান মাসে রোযার অবস্থায় যদি কেউ মল দ্বারে সঙ্গম করে তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

(হিদাযা ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ২১৯ পৃঃ)

৯। রমযান মাসে রোযার অবস্থায় যদি কেউ কোন মৃত দেহের সঙ্গে বা চতুস্পদ জন্তুর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে এবং বীর্যপাত হয় তবুও কোন কাফ্ফারা (শাস্তি) ওয়াজিব হবে না।

(হিদায়া ১৪০১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ২১৯ পৃঃ)

১০। কেউ যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে কুকুর যবেহ করে তার মাংস বাজারে বিক্রয় করে তবে অবশ্যই তা জায়েয হবে। **(শরহে বেকায়া ১ম খণ্ড)**

১১। যদি কোন ইয়াহুদী মুসলমানকে কতল করে অথবা রাসূল (সঃ)-কে গালি দেয় অথবা মুসলমান মেয়ের সাথে জিনা করে তবুও তার জানমালের নিরাপত্তা নষ্ট হয় না এবং কতল, গালি ও জিনার প্রতিশোধ গ্রহণ করা চলবে না।

(হিদায়া কিতাবুস সায়ের)

১২। ইমাম আবূ হানিফার মতে আসমান ও জমিনে য়ারা আছে তাদের প্রত্যেকের ঈমান এক সমান-কারও কম বেশী নয়। অর্থাৎ (চোর হোক, ডাকাত হোক, বেশ্যা হোক আর একজন নবী হোক, আলেম হোক, হাজী হোক, মুসল্লী হোক কারো ঈমান কম বেশী নাই। **(ইমাম সাহেবের ফিকহুল আকবর দেখুন)**

১৩। স্ত্রী নিদ্রিত ও পাগলিনী অবস্থায় তার স্বামী (রোযার অবস্থায়) যৌন মিলন করলে কাফ্ফারা লাগবে না। আর ইমাম আবূ হানিফার ছাত্র যোফার বলেছেন ঃ দু'জনেরই রোযা নষ্ট হবে না।

(ফতওয়ায়ে ক্বাযী খাঁ নওল কেশরী ছাপা ১ম খণ্ড ১১০ পৃঃ)

১৪। মদ যদি সিরকা হয়ে যায় বা তাতে কোন জিনিস মিশিয়ে যদি সিরকা বানানোহয় তবে তা হালাল হবে।

(হিদায়ার মোস্তাফায়ী ছাপা ২য় খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ)

১৫। গম, যব, মধু, জোয়ার হতে যে মদ প্রস্তুত করা হয় তা ইমাম আবূ হানিফার মতে পান করা হালাল এবং এই সকল মদ পানকারী লোকের নেশা হলেও 'হদ' (শাস্তি) দেয়া হবে না। **(হিদায়ার মোস্তাফায়ী ছাপা ২য় খণ্ড ৪৮১ পৃঃ)**

১৬। অঙ্গুলি ও স্ত্রীলোকের স্তন মল-মূত্র দ্বারা নাপাক হয়ে গেলে, তিনবার জিব দিয়ে চেটে দিলেই পাক হয়ে যাবে।

(দুররে মোখতারের ৩৬ পৃষ্ঠায় বাবুল আনজাসে দেখুন)

১৭। যদি কোন স্ত্রীলোক মিথ্যা করে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করেছে এবং মিথ্যা প্রমাণও পেশ করে, তাহলে কাজী ঐ প্রমাণ অনুযায়ী ডিক্রি দিলে ইমাম আবূ হানিফার মতে উক্ত স্ত্রীলোকটি ঐ ব্যক্তির সাথে একত্রে বসবাস করতে ও ঐ লোকের দ্বারা যৌন মিলন করাতে পারে।

(হিদায়া মোস্তাফায়ী ছাপা ১ম জেলদের ২৯৩ পৃঃ)

১৮। কুকুর ও হোঁড়ল জবাই করলেই তার চামড়া পাক হবে (সুতরাং সে চামড়ায় বিনা দাবাগতেই নামায দোরস্ত হবে)।

(মুনিয়াতুল মুসাল্লী নামক ফেকার কিতাবে বোম্বাইয়ের মুহাম্মাদী ছাপা ৪৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে এবং ফেকার কিতাব শারহে বিকায়া, হিদায়া ও ফতওয়ায়ে আমলগিরীতেও একথা রয়েছে)

১৯। কেউ যদি তার পিতার কৃতদাসীর সাথে সহবাস (যৌন মিলন) করে তবে কোন শাস্তি নাই।

(হিদায়া ১৪৯১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৫১৫ পৃঃ)

২০। কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে এবং মারা যাওয়ার দুই বৎসর পর সেই স্ত্রীর সন্তান হলে, তবে সেই সন্তান তার মৃত স্বামীরই হবে।

(হিদায়া ১৪৯১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৪৩১ পৃঃ)

২১। কোন ব্যক্তি যদি মদ ও শুকরের মহরানা দিয়ে বিবাহ করে তবে সেই বিবাহ জায়েয হবে। (হিদায়া ১৪৯১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৩৩১ পৃঃ)

২২। কোন স্ত্রীলোক যদি কারো সাথে জিনা করে গর্ভবতী হয় এবং সেই জিনাকারিণী গর্ভবতী স্ত্রীকে কেউ যদি বিবাহ করে তবে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয হবে।

(হিদায়া ১৪৯১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৩১২ পৃঃ)

২৩। কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যদি কোন বালককে বলে যে তুমি আমার ছেলে এবং বলার সাথে সাথেই মারা যায় আর সেই বালকের মা যদি এসে বলে যে, আমার স্বামী মারা গিয়েছে তাহলে সেই স্ত্রীলোকটি ও বালকটি উভয়েই ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পদের অংশ পাবে।

(হিদায়া ১৪৯১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ৪৩৪ পৃঃ)

২৪। যাদেরকে যাকাত দেয়া হারাম যদি সেই সকল লোককে যাকাত দেয়া হয় তবে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে জায়েয হবে।

(হিদায়া ১৪৯১ হিঃ আশরাফী হিন্দ ছাপা ১ম খণ্ড ২০৭ পৃঃ)

২৫। স্বামী প্রবাসে রয়েছে, সুদীর্ঘকাল অতীত হয়েছে বহু বছর ধরে স্বামী ফিরেনি এই দিকে স্ত্রীর পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছে তাহলেও এই ছেলে হারামী বা জারজ হবে না সেই স্বামীরই ঔরসজাত হবে। (বেহেস্তি জেওর ৪র্থ খণ্ড ৪৪ পৃঃ)

২৬। নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে আরোগ্য লাভের আশায় কেউ যদি অপবিত্র রক্ত এমনকি চরম অপবিত্র প্রস্রাব দ্বারা কুরআন পাকের মূল কুরআন কারীমের সর্বাপেক্ষা মহাসম্মানিত সূরা আল ফাতিহাকে কপাল ও নাসিকায় অঙ্কন করে তবে জায়েয- এতটুকুও দোষ হবে না। (রাদ্দুল মুহতার (শামী) ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)

২৭। পবিত্রতম সূরায়ে হূদের ৮৪-৮৫ অক্ষর বিশিষ্ট ৪৪ নম্বর আয়াত পবিত্রতম সূরা মুলকের প্রায় ৪০ অক্ষর বিশিষ্ট পবিত্র শেষ আয়াতে কারীমাটি তাবীজরূপে ধারণ করলে শীঘ্র বীর্যপাত হবে না।

(বেহেস্তি জেওর ৯ম খণ্ড ১৫৪ পৃঃ)

২৮। আবূ বকর বিন ইসকান বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কারো মাল চুরি ডাকাতি করে নিয়ে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে খায় তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে হালাল হবে। (কাজি খাঁ ৪র্থ খণ্ড ৩৪৩ পৃঃ)

২৯। পিতার পক্ষে পুত্রের দাসীর সঙ্গে যৌন মিলন করা সর্বাবস্থায় হালাল। আরো যুক্তি দর্শান হয়েছে দাসী হচ্ছে পুত্রের সম্পদ আর পুত্রের সম্পদে পিতা পুত্র উভয় ব্যক্তিরই হক আছে। ফলে একই নারী দ্বারা উভয় নরের যৌন ক্ষুধা মিটানো হালাল। (নুরুল আনওয়ার ৩০৪ পৃঃ)

৩০। নিজ স্ত্রী ভুলে অন্য কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে বসলে সেজন্য মোহরানা আদায় করতে হবে। এই সহবাস কোন দূষণীয় ব্যাপার বলে গণ্য হবে না। এতে কেউই দায়ী হবে না। যদি এর ফলে সন্তান জন্মে তবে তার জন্ম অবৈধ হবে না– সে যথারীতি বৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে এবং উক্ত ভুলে সহবাসকারী তার পিতা এবং গর্ভধারিণী তার মাতা হবে। ভুলবশে ঐরূপ সহবাস হয়ে গেলে স্ত্রীকে তিন মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে স্ত্রী নিজ স্বামীর সাথে মিলিত হতে পারবে না।

(দেখুন ২৬০ পৃঃ ৮ দ্রঃ নুরাণী নামায শিক্ষা- মৌঃ নূর মোহাম্মাদ দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ৭ বি প্যারিদাস রোড ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত তারিখ ৩১শে জুলাই ১৯৭৮ইং)

৩১। কুরআন ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বিরোধী মাসআলাহ - চার মাযহাব চার ফরয। হানাফী শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী এই চার মাযহাব।

(দেখুন বেহেস্তি জেওর স্ত্রী শিক্ষা ১০৪ পৃঃ ৪ দ্রঃ– আলহাজ্জ মৌলভী আব্দুর রহীম। কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী- বরিশাল)

৩২। যদি কোন ব্যক্তি পয়সার বিনিময়ে কোন নারীর সাথে জিনা করে তবে আবূ হানিফার বিধান মতে কোনই হদ (শাস্তি) নেই। (অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে যত বেশ্যাখানা রয়েছে সবই বৈধ)। (জাখীরাতুল উকবা ও শারহে বিকায়ার হাশিয়া চাল্লিতে আছে। (বিস্তারিত দেখুন "আসায়ে মুহাম্মাদী")

৩৩। নিশ্চয় হিদায়া কিতাবখানা নির্ভুল পবিত্র কুরআনের মত। নিশ্চয় এটা তার পূর্ববর্তী রচিত শরীয়তের সকল গ্রন্থরাজিকে রহিত (বাতিল) করে ফেলেছে।

(হিদায়া মোকাদ্দামা-আখেরাইন ৩য় পৃঃ, হিদায়া ৩য় খণ্ড ২য় ভলিউম পৃঃ ৪ আরবী, মাদ্রাসার ফাজেল ক্লাসের পাঠ্য হিদায়া ভুমিকা পৃঃ ৬, আরাফাত পাবলিকেশন্স)

৩৪। কুরআন ও সহীহ হাদীসকে পদাঘাত করে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফতওয়ার কিতাবে চুরি, ডাকাতি, মাস্তানি, লুট, খুন বা হত্যা করাকে বৈধ করা হয়েছে।

(দেখুন হিদায়া ২য় খণ্ড ৫২৭ পৃঃ, ৫৩৭ পৃঃ, ৫৪০-৫৪২ পৃঃ, ৫৪৬ পৃঃ, ৫৫৭ পৃঃ, ৫৫৮ পৃঃ। হিদায়া ৩য় খণ্ড ৩৫৬ পৃঃ, ৩৬৪-৩৬৫ পৃঃ। হিদায়া ৪র্থ খণ্ড ৫৪৭ পৃঃ, ৫৫০ পৃঃ)

এক মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে হালালার নামে গোপন যিনা

হালালা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিমূলক অপকর্ম - যাকে শরীয়ত সিদ্ধ বলে বিশ্বাস করা একটি শয়তানি উত্তেজনা এবং লাঞ্ছনামূলক আচরণ। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সঃ) হালালাকারী ব্যক্তিকে ভাড়াটিয়া পাঁঠা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং হালালা বিবাহকে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের হাদীসের সাথে উপহাস ও বিদ্রুপ বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনু মাজাহ শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন- "আমি কি তোমাদের ভাড়াটিয়া পাঁঠা সম্বন্ধে অবহিত করব না?" সাহাবাগণ আরজ করলেন, জি হাঁ আল্লাহর রাসূল। রাসূল (সঃ) বললেন, যারা শুধু তিন তালাক দাতা স্বামীর জন্য তার তিন তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে হালাল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের জন্য বিবাহ করে। আরও জানতে চেষ্টা করুন- গত ২৫/৩/৮৬ ইং তারিখে দৈনিক বাংলার ১৩৫ সংখ্যার খবরে প্রকাশ ঃ হোমনা উপজেলার মোতালেবের তিন তালাক প্রদত্ত স্ত্রী শেফালীকে মধ্য বয়সী এক ব্যক্তির নিকট ক্ষণিকের জন্য বিয়ে দিয়েছিল, তারপর সেই হালালার নামে গোপন যিনার অন্ধ সামাজিক রীতির নিষ্ঠুর কারাগার হতে নিরীহ শেফালী কেন মুক্তি পাচ্ছে না? কেন পারছেনা ১ম স্বামী মোতালেবের ঘরে

ফিরে যেতে? কি অন্যায় শেফালী করেছিল? এর জন্য দায়ী কে? পাঠক নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করুন। আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-কে হালালাকারী ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- উভয়ই জিনাকার"। ওমর ফারুক (রাঃ) বলতেন, হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় এমন ব্যক্তিদ্বয়কে আমার সামনে উপস্থিত করা হলে আমি তাদের উভয়কে রজম তথা প্রস্তর খণ্ড ছুড়ে মেরে খতম করে দেব- (বিস্তারিত দেখুন ইগাসাতুল লাহফান)। তাই গভীর দুঃখ বেদনা নিয়ে- মুহাদ্দিস গুরু প্রখ্যাত ইমাম জনাব ইবনে কুতায়বা (রহঃ) স্বীয় কিতাবুল মায়ারিফ গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত করেছেন- তার শেষ ছত্রটি এই আবূ হানিফার ফতওয়ার ভিত্তিতে কতনা সতী সাধ্বীর হারাম গুপ্তাঙ্গ হালাল করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

(দেখুন আল মায়ারিফ মিসর মুদ্রিত ও হাকিকাতুল ফিকাহ ১৭০ পৃঃ। বিস্তারিত দেখুন তালাকের নিয়ম বিধান- শায়খ আবূ নুমান আঃ মান্নান।)

সহীহ দলীল ছাড়া ফতওয়া গ্রহণ করা হারাম তার প্রমাণ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ* بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ*

"আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা নাহল ৪৩-৪৪)

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ *

ইয়াহুদি ও নাসারাগণ তাদের আলেম ও দরবেশগণকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে- (সূরা আত-তওবাহ ৩১ আয়াত)। অর্থাৎ তাদের আলেম ও দরবেশগণ যাই বলে তা-ই তারা অন্ধভাবে গ্রহণ করে। তারা জানতে চায়না যে উল্লেখিত বিষয়ে আল্লাহর কি হুকুম এবং তার রাসূলের কি হুকুম। ইমাম ইবনে হযম (রহঃ) লিখেছেন তাকলীদ অর্থাৎ অন্ধ অনুসরণ হারাম- (নজবুল কাফিয়াহ গ্রন্থে দেখুন)। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যতীত অন্য সকলের কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। বিনা বিচারে দলিলে কারো উক্তি গ্রহণীয়

হবে না- **(হুজ্জাতুল্লাহ)**। ইমাম আবূ ইউসুফ, যোফার ও আকিয়াহ বিন যয়দ হতে বর্ণিত- তারা বলতেন যে, কোন লোকের জন্য আমাদের কথা দ্বারা ফতোয়া দেয়া হালাল নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোথা হতে বলেছি তা তারা অবগত না হবে। **(ইকদুল ফরিদ গ্রন্থের ৫৬ পৃঃ)**

প্রচলিত মিলাদ গোপন শির্ক ও প্রকাশ্য বিদ'আত

প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান গোপন শির্ক ও স্পষ্ট বিদআতী কার্যকলাপ। মিলাদ এজন্য বিদআত যে, এই অনুষ্ঠানের দলীল কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহের কোথাও নেই। চার মাযহাবেও এর কোন স্বীকৃতি নেই শুধুমাত্র বাংলা, তারত আর পাকিস্তানের আলেমদের মধ্যেই এটা চালু রয়েছে। আরব, মিশর, কুয়েত, জর্দান, তুরস্কের মত কোন মুসলিম দেশে এ প্রথা অদ্যাবধি চালু হয়নি। রাসূল প্রেমের নাম দিয়ে এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম এটা চালিয়ে যাচ্ছেন দু'টো পয়সার জন্য। কোন আলেম পরের বাড়িতে ছাড়া নিজের বাড়িতে এ অনুষ্ঠান করেন না। আর গোপন শির্ক এজন্য যে, এই মিলাদে এক কাল্পনিক নবীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়। "নূরে মুজাচ্ছাম" রাসূল নূর, নূর আলা নূর, আল্লাহর নূরে নবী পয়দা, নবীর নূরে সারে জাহান পয়দা ও নূর নবী হযরত বলে এরা এক আলোকদেহী সত্তার উপস্থিতি কামনা করে তাদের ঐ মিলাদে "কিয়াম" করে থাকে। তারা এই কিয়ামে বহু আদব এবং বহু সওয়াব আছে বলে মনে করেন। এবং বেশী বেশী প্রচার করেন যে, রাসূল (সঃ) হলেন "নূরে মুজাচ্ছাম" বা আলোকদেহী সত্তা অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোথাও নবী পাক (সঃ)-কে একমাত্র বাশার (মাটির মানুষ) ছাড়া কোনমতেই নূর বলা হয়নি। নবীকে নূর বলা ও তাকে মিলাদে ইজহার ইয়া রসূলুল্লাহ বলে ডাকা এবং হাজির নাজির ধারণা করা কেবল গোপন নয় প্রকাশ্য শির্ক। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নূর বলে আখ্যায়িত করা মানেই মানুষ নবী অস্বীকার করা এবং আল্লাহর জাত (অস্তিত্ব) ও হুকুমের সাথে অংশীবাদ প্রতিষ্ঠা করা। বলা বাহুল্য যে, এই "নূরে মুজাচ্ছাম" কথাটি আসলে মাওলানা রুমীর হাকিকতে আহ্‌মদী তত্ত্বের শ্লোগান। এই হাকিকতে বলা হয়েছে যে, রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) স্বয়ং আল্লাহ, তিনি আহাদ, আল্লাহ মীমের পর্দায় আহমদ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন মাত্র। জনৈক কবি রুমির মসনবীর অনুবাদে বলেন-

আহমদের ঐ মীমের পর্দা উঠিয়ে দেখো মন,
আহাদ সেথাই বিরাজ করে হেরে গুণীজন।
যে চিনতে পারে রয়না ঘরে হয় সে উদাসীন
সে সকল ত্যাজে তজে শুধু নবীজীর চরণ।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু আবিষ্কার করে বসে যা তার অঙ্গীভূত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য- **(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত ২৭ পৃঃ)**। বিদ'আত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) কঠোরতাবে বলেছেন- তোমরা দীন ইসলামের মধ্যে নতুন প্রবর্তিত কার্যসমূহ হতে সাবধান থাকবে। কারণ দীন ইসলামের প্রত্যেক নতুন প্রবর্তিত কার্য-রসম ও রেওয়াজই হচ্ছে বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই হচ্ছে গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা) আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণতি হচ্ছে দোযখ।

(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)

বিদ'আত সম্পর্কে আল্লামা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেন- প্রকৃত বিদআত হচ্ছে- দীন ইসলামের মধ্যে এমন কোন নতুন কার্য বা রসম ও রেওয়াজ প্রবর্তন করা- যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানার সময়কাল ছিল না।

(মিরকাত ১ম খণ্ড ২১৬ পৃঃ)

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী- মিলাদের আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে তার তরীকায়ে মওলেদ কিতাবে লিখেছেন- "মিলাদ অনুষ্ঠান শরীয়তের বিলকুল (একেবারেই) নাজায়েয গুনাহের কাজ"। **(বেহেস্তি জেওর ও তরীকায়ে মওলেদ)**

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান প্রদর্শন করে সে যেন ইসলাম ধর্মকেই ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করে। **(মিশকাত ৩১ পৃঃ)**

বিখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী তাঁর ফতওয়ায়ে রশীদীয়ায় বলেছেন- মিলাদ মজলিস নাজায়েয, এরূপ মজলিসে যোগদান করা গোনাহের কাজ আর আল্লাহর রাসূলকে হাজির নাজির মনে করে উক্ত অনুষ্ঠান করলে সেটা কুফরী। **(ফতওয়ায়ে রশীদীয়া ৪১৫ পৃঃ)**

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম শেখ তাজুদ্দিন (রহঃ) তাঁর ফাকেহানী কিতাবে মিলাদ সম্পর্কে লিখেছেন- মিলাদ অনুষ্ঠান বাতিল পরস্ত তও লোকদের আবিষ্কৃত বিদআত এবং তা পেট পূজারীদের স্বার্থ সিদ্ধির ইন্দ্রজাল। (সাওয়া, এক গ্রন্থ) হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব ফতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়ায় লেখা আছে, যে ব্যক্তি বলে পীর বুজুর্গদের রুহ সত্র বিরাজ করে এবং গায়েবের খবর জানে, তাকে কাফের বলা যাবে- **(ফতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া)**। অতএব এহেন বিদআত কুফরী ও শির্ক কার্য হতে বিরত থাকাই সর্বোত্তম কার্য। আরও বিস্তারিত দেখুন নিম্নলিখিত কিতাবসমূহে- আত্তাহজির মিনাল বিদআ- প্রণেতা শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, ডাইরেক্টর জেনারেল গবেষণা ফাতাওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ, সউদী আরব। মৌলুদ শরীফ- প্রণেতা মাওঃ আবূ তাহের বর্ধমানী, দিনাজপুর। মিলাদ ও কিয়াম প্রণেতা মাওঃ মোঃ আসীর সিদ্দীকী কুষ্টিয়া। সুন্নাত ও বিদআত- প্রণেতা মাওঃ আব্দুর রহীম, ঢাকা।

প্রচলিত শবে বরাত বিদ'আত কেন?

'শব' অর্থ রাত্রি আর 'বরাত' অর্থ মুক্তি, অতএব শবে-বরাত অর্থ মুক্তির রাত্রি। কিন্তু এ নামটি হাদীসের ভাণ্ডারের কোথাও নেই রসূলুল্লাহ (সঃ) এ নামে এ রাত্রিকে আদৌ উল্লেখ করেননি। কারণ 'শব' ফারসী শব্দ আর 'বরাত' আরবী শব্দ। অর্ধেক ফারসী আর অর্ধেক আরবী শব্দ সংযোগে কোন আরবী নাম হতে পারে না। হাদীসে উক্ত রাত্রিকে 'লায়লাতুন নিস্‌ফে মিন শা'বান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে এর কিছু ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি হাদীসও সহীহ এবং দোষ মুক্ত নয়। এমন কি নির্দিষ্টভাবে নিস্‌ফে শা'বান অর্থাৎ ১৫ই শা'বানে রোযা রাখার এবং এ রাত্রিতে কোন বিশেষ ইবাদত করার কথা কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। যে কতিপয় রেওয়ায়েতে সলাতে আলফিয়াহ নামাযের উল্লেখ রয়েছে তা প্রক্ষিপ্ত ও জাল বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মুল্লা আলী কারী হানাফী স্বীয় মিরকাতে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন– (২য় খণ্ড ১৭৮ পৃঃ)। এই রাত্রে কবর যিয়ারতে যাওয়ারও কোন নির্দেশ নেই। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোন যঈফ বা জাল হাদীসেও কোথাও বাড়ী ঘর বা মসজিদ সাজানো, হালুয়া রুটির ব্যবস্থা করা, পটকা ফোটানো, ঘরের দেয়ালে বিপুল পরিমাণে মোমবাতি জ্বালানোর কোন রসম রেওয়াজ পালনের কোন কথা উল্লেখ নেই। বরং এই সবই বিদআত ও অনৈসলামিক কাজ। অতএব সর্বাবস্থায় হিন্দুয়ানী রসম রেওয়াজের প্রচলন করা থেকে বিরত থেকে সামর্থানুসারে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় উক্ত রাত্রিতে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা, তসবীহ তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়াতেই মঙ্গল।

(বিস্তারিত দেখুন- ইসলামের দৃষ্টিতে শা'বান ও শবে বরাত- প্রণেতা মাওলানা মুনতাসির আহ্‌মদ রাহমানী, ঢাকা)

মুসাফাহা একটি হস্তধারণপূর্বক করতে হয় তার প্রমাণ

হানাফী মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল হক দেহলভী মিশকাতের ফারসী ভাষ্য গ্রন্থ আশিআতুল লমআৎ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুসাফাহা ও তাসাফুহ সমার্থবোধক শব্দ যার অর্থ পরস্পরের হাত ধরা। মুসাফাহা অবস্থায় একজনের এক হাতের তলা অন্যজনের হাতের তলায় মিলিত হয়– (আশিয়াতুল লমআৎ ৪র্থ খণ্ড ২২ পৃঃ)। মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখেছেন- প্রসারিত হাতের তলায় অপর হাতের তলা ধারণ করাকে মুসাফাহা বলে। বুখারীর প্রসিদ্ধতম ভাষ্য গ্রন্থ ফতহুল বারীতে লিখিত আছে ছফহ হতে মুফাআলার ওজনে মুসাফাহা বুৎপত্তি সিদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এক হাতের তলা দিয়ে অপর হাতের তলা আঁকড়ে ধরা– (ফতহুল বারী ১১শ খণ্ড ৪৩ পৃঃ)।

তিরমিযী আনাস বিন মালিকের প্রমুখাত রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল যে, কোন মুসলমান তার ভ্রাতার অথবা বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের সময় তার জন্য মাথা নোওয়াইবে কি? রাসূল বললেন, না। লোকটি জিজ্ঞেস করল তবে কি তাকে স্বীয় বগলে ধারণ করবে ও চুম্বন দিবে? রাসূল বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করা হল তবে কি সে তার একটি হস্ত ধারণ পূর্বক মুসাফাহা করবে? রাসূল (সঃ) বললেন, হাঁ।

(বিস্তারিত দেখুন- মুসাফাহা প্রণেতা আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী। বিঃ দ্রঃ হানাফী ফিকাহের কিতাব মুখতাসার কুদূরী, সুপ্রসিদ্ধ হিদায়া, শরহে বেকায়া প্রভৃতি গ্রন্থে দুই হাতে মুসাফাহার কোন উল্লেখ নাই।)

জুমুআর আযান কখন ও কোথায় দাঁড়িয়ে দিতে হবে?

❒ আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, জুমুআর প্রথম আযান যা বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে খুৎবার বহু পূর্বে দেয়া হয় সেটা খলিফা উসমানের আযান। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

❒ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় আবূ বকর (রাঃ)-এর সময়, উমার (রাঃ)-এর সময়, উসমান (রাঃ)-এর সময়, আলী (রাঃ)-এর সময় হতে ৯৫ হিজরী পর্যন্ত মসজিদে খুৎবার পূর্বে মাত্র একটি আযান মসজিদের দরজায় তখন দেয়া হত, যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন।

(বুখারী, আবূ দাউদ, বিদায়া অন্-নিহায়া, ফতহুল বারী)

❒ বর্তমানের প্রথম আযান রাসূল (সঃ) খলিফা উসমান বা অন্য কোন সাহাবা চালু করেন নাই।

❒ বর্তমানের প্রথম আযান চালু করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরীতে। (ফতহুল বারী, বিদায়া অন্-নিহায়া)

❒ বর্তমানের প্রথম আযান চালু হয় খলিফা উসমান (রাঃ) শাহাদাতের ৬০ বৎসর পর।

❒ খলিফা উসমান (রাঃ) মসজিদ হতে দূরে মদীনা শহরের একটি বাজারের একটি ঘরের ছাঁদের উপর জুমুআর নামাযের ওয়াক্তের বহু পূর্বে একটি আযান চালু করেছিলেন, তিনি খলিফা হবার তিন বৎসর পর।

(বুখারী, ইবনু মাজাহ, ফতহুল বারী, নাইলুল আওতার)

❒ রাসূল (সঃ) ও সাহাবাদের যুগে জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য খুৎবার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন আযান ছিল না। (বুখারী)

❒ অতএব, বর্তমান সময়ে চালু প্রথম আযান বিদ'আত।

(মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ফতহুল বারী, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী)

❒ রাসূল (সঃ) বলেছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা বিদ'আত পরিত্যাগ কর ও বিদআতীকে প্রত্যাখ্যান কর। **(বুখারী, মুসলিম)**

❒ রাসূল (সঃ) বলেছেন, যারা বিদ'আতীকে বরণ করে, সম্মান করে, আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয় তারা (মালউন) অভিশপ্ত। তাদের ফরয ও নফল কোন ইবাদাতই আল্লাহ কবুল করবেন না। **(বুখারী, মুসলিম)**

❒ রাসূল (সঃ) বলেছেন, যারা জেনে শুনে বিদ'আত করবে; তাদের নামায, রোযা, হাজ্জ, উমরা, যাকাত, সাদকা, জিহাদ এবং অন্যান্য ফরয ও নফল কোন ইবাদাতই আল্লাহ কবুল করবেন না, কারণ জেনে বুঝে বিদ'আতী ইসলাম হতে খারিজ (বহির্ভূত)। **(ইবনে মাজাহ)**

❒ বহু মসজিদে দেখা যায় খুৎবার আযান মিম্বরের নিকটে ইমামের সম্মুখে দেয়া হয়। রাসূল (সঃ) চার খলীফা, সাহাবাদের যুগে ইমামের সম্মুখে এভাবে আযান দেয়া হত না। এরূপ আযানের প্রচলন করে হিশাম বিন আব্দুল মালিক।

❒ অতএব মিম্বরের নিকটে ইমামের সম্মুখে জুমআর খুৎবার আযান দেয়া বিদআত। খুৎবার আযান দিতে হবে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে।

(আবূ দাঊদ, ফতহুল বারী)

সাহরীর আযান দিতে হবে

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ রাতে বিলাল (সাহরীর) আযান দেয়। সুতরাং তোমরা যতক্ষন ইবনু উম্মে মাক্তুমের ফজরের আযান শুনতে না পাও ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া কর। **(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃঃ)**

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে (অর্থাৎ বিলালের আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া বন্ধ করবে না)। **(বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ২৪০ পৃঃ)**

আজকাল আযান ব্যতীত লোক জাগানোর নামে মানুষ যা করে তা বিদআত। **(নাইমুল আওতার ২/৬৬ পৃঃ)**

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মসজিদের খতিব, ইমাম মুয়াজ্জিন ও মোতাওয়াল্লী সাহেবদের দায়িত্ব মসজিদে সাহরীর আযান চালু করা। না হলে এর জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে একদিন জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলাম বহির্ভূত তাবলীগী জামা'আত থেকে সাবধান

সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর শেষ যামানায় আমার উম্মতের মধ্য হতে পূর্বের কোন দেশ থেকে একটি জামাআত তাবলীগের নামে বের হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে, তাদের কুরআন পাঠ তোমাদের কুরআন পাঠের তুলনায় খুবই সুন্দর হবে। কুরআনের প্রতি বাহ্যত তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা দেখে মনে হবে যেন ওরা কুরআনের জন্য এবং কুরআনও ওদের জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওরা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের উপরে ঈমান রাখবে না এবং কুরআনের কঠিন নির্দেশের উপর আমল করবে না।

এই জামা'আতের অধিকাংশ লোক হবে অশিক্ষিত ও মূর্খ। যেমন-কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে হবে মূর্খ তেমন-সাধারণ জ্ঞানেও হবে মূর্খ। এই জামাআতে যদি কোন শিক্ষিত লোক যোগদান করে তাহলে তার আচরণ ও স্বভাব হয়ে যাবে জামাআতে যোগদানকারী অন্যান্য মূর্খের মত। মূর্খরা যেমন মূর্খতার আনুগত্য করবে তেমনি শিক্ষিত লোকটিও মূর্খদেরই আনুগত্য করবে।

এই জামা'আতের বয়ান ও বক্তৃতায় থাকবে কেবল ফযিলাতের বয়ান। বিভিন্ন আমলের সর্বোচ্চ ফযিলাতের প্রমাণবিহীন বর্ণনাই হবে তাদের বয়ানের বিষয়বস্তু।

হে মুসলমানগণ! ঐ জামাআতের লোকদের নামায, রোযা অন্যান্য আমল এতই সুন্দর হবে যে, তোমরা তোমাদের নামায, রোযা ও আমল সমূহকে তাদের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। এই জামাআতের লোকেরা সাধারণ মানুষকে কুরআনের পথে তথা দীনের পথে চলার নামে ডাকবে, কিন্তু চলবে তারা তাদের তৈরী করা পথে, ডাকলেও তারা কুরআনের পথে চলবে না।

তাদের ওয়াজ ও বয়ান হবে মধুর মত মিষ্টি, ব্যবহার হবে চিনির মত সুস্বাদু, তাদের ভাষা হবে সকল মিষ্টির চাইতে মিষ্টি। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ধরণ-ধারণ হবে খুবই আকর্ষণীয়, যেমন সুন্দর হরিণ তার দিকে হরিণের পিছনে যেমন ছুটতে থাকে তেমন সাধারণ মানুষ তাদের মিষ্ট ব্যবহার, আমলের প্রদর্শনী ও সুমধুর ওয়াজ শুনে তাদের জামাআতের দিকে ছুটতে থাকবে।

তাদের অন্তর হবে ব্যাঘ্রের মত হিংস্র। বাঘের অন্তরে যেমন কোন পশুর চিৎকারে মমতা প্রবেশ করে না, তেমন কুরআন ও হাদীসের বাণী যতই মধুর হোক তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। তাদের কথাবার্তা আমল আচরণ, বয়ান যেগুলি তারা তাদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে, তার-ভিতরকার কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আমলগুলি বর্জন করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার জন্য

যতবার কেউ কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শন করুক বাঘের অন্তরে যেমন মমতা প্রবেশ করে না তেমন তাদের অন্তরে কুরআন সুন্নাহ প্রবেশ করবে না।

তাদের জামা'আতে প্রবেশ করার পর তাদের মিষ্টি ব্যবহারে মানুষ হবে মুগ্ধ, কিন্তু ঐ মনোমুগ্ধ ব্যবহারের পেছনে জীবন ধ্বংসকারী আর্সেনিকের মত ঈমান বিনষ্টকারী, ইসলামী মূল্যবোধ বিনষ্টকারী মারাত্মক বিষ বিরাজমান থাকবে। তাদের প্রশিক্ষণ ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর হতে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের প্রেরণা শেষ করে দেবে এবং জামাআতের আমীরদের আনুগত্যের প্রতি মরণপণ আকৃষ্ট করবে। আমীরগণ দেখতে হবে খাঁটি পরহেজগার দীনদার ব্যক্তিদের মত, কিন্তু অন্তর হবে শয়তানের মত, কুরআন সুন্নাহর প্রতি বিদ্রোহী। আমীরগণ যা করে যাচ্ছে তার মধ্যে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন কাজ কখনও কেউ ধরিয়ে দিলে কোনক্রমেই তা পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হবে না। অর্থাৎ কুরআন হাদীস উপস্থাপন করার পর তারা কুরআন হাদীস দেখেও কুরআন হাদীস বর্জন করে মুরব্বীদের কথা মানবে। কুরআন হাদীসের প্রতি তাদের অনীহা এতই তীব্র হবে যে, তারা অর্থসহ কুরআন হাদীস কখনই পড়বে না, পড়ানোও যাবে না।

এই জামা'আতটি ইসলামের তাবলীগ করার কথা যতই বলুক কুরআন যত সুন্দরই পাঠ করুক, নামায রোযা যতই সুন্দর হোক, আমল যতই চমৎকার হোক, মূলতঃ ঐ জামা'আতটি ইসলাম হতে বহির্ভূত হবে।

সাহাবাগণ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ দলটি চিনবার সহজ উপায় কি হবে? আমাদিগকে জানিয়ে দিন।

রাসূল (সঃ) বললেন, এই ইসলাম বহির্ভূত জামা'আতটি চিনবার সহজ উপায় হল–

(১) তারা যখন তালীমে বসবে, গোল হয়ে বসবে।

(২) অল্প সময়ের মধ্যে এই জামা'আতের লোকদের সংখ্যা খুব বেশী হবে।

(৩) এই জামা'আতের আমীর ও মুরব্বীদের মাথা নেড়া হবে। তারা মাথা কামিয়ে ফেলবে।

তীর মারলে ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। ঐ তীর আর কখনও ধনুকের দিকে ফিরে আসে না, তেমন যারা এই জামাআতে যোগদান করবে তারা কখনও আর দীনের দিকে ফিরে আসবে না। অর্থাৎ এই জামাআতকে দীনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য কুরআন হাদীস যত দেখানো হোক, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন দলটি দীনের পথে ফিরে আসবে না। এদের সাথে তোমাদের যেখানেই সাক্ষাত হোক, সংগ্রাম হবে তোমাদের অনিবার্য। এই সংগ্রাম যদি কখনও যুদ্ধে পরিণত হয় তাহলে তা থেকেও পিছ পা হবে না।

এই সংগ্রামে বা যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদেরকে যে পুরস্কার আল্লাহ দান করবেন তা অন্য কোন নেক কাজে দান করবেন না।

বুখারী, আরবী দিল্লী ঃ ২য় ভঃ পৃঃ ১১২৮,
বুখারী, আরবী দিল্লী ঃ ২য় ভঃ পৃঃ ১০২৪,
মুয়াত্তা ইমাম মালেক, আরবী ঃ ১ম ভঃ পৃঃ ১৩৮,
আবূ দাউদ, আরবী দিল্লী ঃ ২য় ভঃ পৃঃ ৬৫৬,
তিরমিযী, মিশকাত, আরবী ঃ ২য় ভঃ পৃঃ ৪৫৫,
মুসলিম, মিশকাত, আরবী ঃ ২য় ভঃ পৃঃ ৪৬২।

হাদীস সমূহের বর্ণনাকারী হলেন আবূ সাঈদ খুদরী, আলী, আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)।

দেখুন বাংলা অনুবাদ সহীহ আল বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ নং- ৬৪৪৯, ৬৪৫০, ৬৪৫২, ৭০৪১ (আধুনিক প্রকাশনী)। বাংলা অনুবাদ, মুয়াত্তা মালেক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খণ্ড, হাঃ নং- ৫৭৮।

বিঃ দ্রঃ তাবলীগী জামা'আত দেখলেই পাগল হয়ে ছুটে যাবেন না। উল্লেখিত হাদীসগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রচলিত 'কালিমাহ্ তাইয়্যিবাহ'- এর ভুল সংশোধন

হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের নীতি অর্থাৎ দিরায়াত শাস্ত্রের সংজ্ঞা- "যে হাদীস অপরাপর প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসের বিরোধী সে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।" সেহেতু সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত বিশেষ করে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় আমরা কিভাবে কোন যুক্তিতে মুসনাদে আহমাদ কিতাবের শরাহ বা টিকা (ফতহুর রব্বানী) লেখা কিতাবের হাদীস গ্রহণ করতে পারি?

বুখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ বিনে উমারের বাচনিক রেওয়াত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "জনগণ যতক্ষণ সাক্ষ্য দান না করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সংগ্রাম করতে থাকার জন্য আমি (রসূল সঃ) আদিষ্ট হয়েছি।"

(বুখারী কিতাবুল ঈমান মুসলিম কিতাবুল ঈমান। মূল ভলিউম সহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও আধুনিক প্রকাশনীর "কিতাবুল ঈমান" অধ্যায় দেখুন)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- ঈমানের সত্তর এর অধিক শাখা রয়েছে–তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'– (বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)। অতএব ঈমানের মূলকথা "কালিমাহ্ তাইয়্যিবাহ্" কোন বাক্যটি?

কালজয়ী মুফাসসিরে কুরআন ইমাম ইবনু কাসীর ও ইমাম কুরতুবী পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন– কালিমাতুত তাকওয়া "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্যের শেষাংশে "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" বাক্যটি ইমাম যোহরী ও আতা-আল খোরাসানী বৃদ্ধি করেছেন। প্রমাণ দেখুন, তাফসীরে ইবনু কাসীর ৪র্থ খণ্ড ২৯৮ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ ১৪০৬ হিজরী ১৯৮৬ইং। তাফসীরে কুরতুবী ১৬ খণ্ড ২৯৮ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ কেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন? 'কালিমাহ্ তাইয়্যিবাহ্টি হচ্ছে একটি পবিত্র বৃক্ষের মত।" (সূরা ইবরাহিম ২৪ আয়াত)

এবার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করুন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তিনি আরো বলেছেন, সর্বোত্তম জিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'কালিমাতুত তাকওয়া অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশেষ দু'আ প্রাপ্ত এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে কুরআন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)ও বলেছেন কালিমাতুত তাকওয়া অর্থ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং তিনি আরো বলেছেন "কালিমাহ্ তাইয়্যিবাহ্ অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়া।

প্রমাণ দেখুন ঃ কিতাবাদির দলীল সমূহ ঃ (১) তিরমিযী ২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ, সূরা ঃ ফাতাহ'র ২৬নং আয়াতের তাফসীরে দেখুন, কিতাবুত তাফসীর, দিল্লী রশিদিয়া প্রেসে মুদ্রিত। (২) তাফসীরে ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৮২ পৃঃ। (৩) তাফসীরে জামিউল বয়ান (তাবারী/ইবনু জারীর)। (৪) তাফসীরে কুরতুবী ৯ম খণ্ড ৩৫৯ পৃঃ। (৫) তাফসীরে কাবীর ১৯ ও ২০ খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ) ১২০ পৃঃ। (৬) তাফসীরে রুহুল মা'আনী ৫ম খণ্ড ২১৩ পৃঃ। (৭) তাফসীরে খাজেন ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড ৪০ পৃঃ। (৮) তাফসীরে মু'আল মুরাতানযিল ৩য় খণ্ড ৩৯৭ পৃঃ। (৯) তাফসীরে দুররুল মানসুর ৫ম খণ্ড ২০পৃঃ। (১০) তাফসীরে আল বাহারুল মুহীত ৫ম খণ্ড ৪২১ পৃঃ। (১১)। তাফসীরে ফতহুল কাদীর ৩য় খণ্ড ১০৭ পৃঃ। সব কয়টি তাফসীরের কিতাব বৈরুত লেবানন প্রেসে মুদ্রিত।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তাফসীরে জালালায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। (১৩) তাফসীরে আশরাফী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা হতে প্রকাশিত। (১৪) তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন [সব কয়টি তাফসীর কিতাবে ১৪নং সূরা ইবরাহীমের ২৪নং আয়াতের তাফসীর দেখুন]। (১৫) মাসিক পৃথিবী-এপ্রিল ১৯৯৫ইং প্রশ্নোত্তর পর্ব দেখুন।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আল্লাহর আকার আছে

আল্লাহর আকার আছে কিন্তু কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনা করা যাবে না। তুলনা করতে চাইলে বড় গুনাহয় লিপ্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ *

পূর্ব ও পশ্চিম এর মালিক আল্লাহ, তোমরা যে দিকে তোমাদের মুখমণ্ডলকে ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহর চেহারা থাকবে।

(সূরা আল-বাকারা ১১৫ আয়াত)

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

আল্লাহ তোমাদিগকে আপন নফসের ভীতি প্রদর্শন করছেন।

(সূরা আলে ইমরান ৩০ আয়াত)

نفس শব্দের অর্থ দেহ।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ–

আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে বললেন, "আদমকে সুঠাম করব, তারপর আদমের মধ্যে আমার রূহ প্রদান করব, তারপর তাকে তোমরা সিজদা করবে।"

(সূরা আল-হিজর ২৯ আয়াত)

فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ–

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যাঁর হাতে বিশ্ব নিখিলের সকল বিষয়ের ক্ষমতা, তাঁর নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

(সূরা ইয়াসীন ৮৩ আয়াত)

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلعم يطوى الله السموت يوم القيمة ثم ياخذ هن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوى الارضين بشماله–

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে পরস্পর একত্রিত করে ডান হাতে রাখবেন, এবং মাটির সকল স্তরকে একত্রিত করে বাম হাতে রাখবেন।

(মুসলিম, মিশকাত আরবী ৪৮২ পৃঃ)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا

হে নূহ! তুমি আমার চোখের সম্মুখে নৌকা তৈরি কর।

(সূরা হুদ ৩৭ আয়াত)

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى-

আল্লাহ রহমান আরশে সমাসীন। (সূরা তাহা ৫ আয়াত)

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-

কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ পা বের করে দেবেন এবং তাঁর পায়ে সিজদা করার নির্দেশ দেবেন, যারা আল্লাহর অবাধ্য ছিল দুনিয়াতে তারা সিজদা করতে পারবে না, কিন্তু যারা ঈমানদার তারাই সিজদা করতে পারবে।

(সূরা কালাম ৪২-৪৩ আয়াত)

হানাফী ফিকার সর্বনাশা সিদ্ধান্ত

আল্লাহর মনোনীত রসূল (সঃ)-এর হাদীস মুতাবিক আমল করলে বাপ-দাদার মনোনীত ইমামের রায়-কিয়াসের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস বাদ দিয়েও রায়-কিয়াসের উপর আমল করতে হবে।

(দেখুন উর্দু অনুবাদ ও মুফীদাতুল হাওয়াশী সহ নুরুল আনওয়ার, কিয়াসের অধ্যায় ২৬১ পৃঃ)

অকাট্য মনীষীদের ভাষ্য

১। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মহা গুরু ইমাম মালিক বিন আনাস (রাঃ) হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন- মুসলমান! তোমরা রায় ও কিয়াসপন্থী ব্যক্তিবর্গ থেকে দূরে থাকিও, কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পবিত্র হাদীসের দুশমন।

(দেখুন ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ)-এর আল্ইহ্কাম গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৬ পৃঃ, আরও বিস্তারিত দেখুন- 'তাওহীদী এ্যাটম বম'- প্রণেতা শায়খ আবূ নু'মান আবদুল মান্নান, বগুড়া)

২। ইমাম গাজ্জালীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'আপনি কোন্ মাযহাবের অনুবর্তী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন 'আমি কোন ইমামের অন্ধ অনুসারী নই।

(কিমিয়ায়ে সাআদাতের ভূমিকা)

৩। بس خطر باشد مقلدراعظيم – از ره هزن شيطان الرجيم *

মাওলানা রুমী তাঁর মসনবীতে লিখেছেন- যার মর্মার্থ হচ্ছে- তাকলীদ হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য শয়তানের সৃষ্ট বিভ্রান্তি।

(মসনবীর ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৪৪৯ পৃঃ)

৪। প্রখ্যাত সাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রহঃ) বলেছেন- 'রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ যে ধরনের ইবাদত করেননি তোমরাও তা করবে না। কারণ পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদিগের জন্য কোন (অতিরিক্ত নতুন ইবাদতের) সুযোগ ছেড়ে যাননি। অতএব হে মুসলিম সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ কর। (আল ই'তিসাম)

৫। প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন- বাক চাতুরী ও মনের ইচ্ছাই ঈমান নয়। অন্তরের প্রত্যয় এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের নামই ঈমান। অতএব যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে এবং উত্তম কাজ করে তার আমলই গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে যে উত্তম কথা বলে কিন্তু অসৎ কাজ করে তার আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। **(দেখুন ফতহুল মাজীদ)**

৬। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, তুমি আমারও তাকলীদ করো না এবং (ইমাম) মালিক, (ইমাম) শাফেয়ী, (ইমাম) আওযায়ী অথবা (ইমাম) সওরীরও তাকলীদ করো না; বরং তারা যেখান হতে গ্রহণ করেছেন তুমিও সেখান হতে গ্রহণ কর'। **(আল ইনসাফ)**

৭। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) ৪৮৫টি হাদীসের খেলাফ করেছেন।

(দেখুন ইবনু আবি শায়বা লিখিত কিতাবুর রদ আলা আবূ হানিফাতা)

৮। শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছেন 'কিতাব ও সুন্নাহকে তোমরা নেতারূপে গ্রহণ কর এবং (হিদায়াতের) এই (উৎস) দু'টি অভিনিবেশ ও একাগ্রতা সহকারে প্রণিধানযোগ্য কর এবং তদানুযায়ী আমল কর। এর ওর কথায় এবং দুরাশার কুহকে প্রতারিত হয়ো না। **(ফতহুল গায়েব)**

৯। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেছেন- কোন সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনে না মিললে আহ্লে হাদীসগণ প্রমাণ ও সমাধানরূপে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস গ্রহণ করে থাকেন, সে হাদীস জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত থাকুক অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের ভিতর তা সীমাবদ্ধ থাকুক বা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হোক অথবা মাত্র একটি সনদের ভিতর তা নির্ধারিত থাকুক, সে হাদীসের উপর সাহাবা ও ইমামগন আমল করে থাকুক বা না থাকুক, সকল অবস্থায় আহলে হাদীসগণের নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীস অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা)

১০। (ক) রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর আল আসের নিকট একখানি 'সহিফা' ছিল যার মধ্যে তিনি রসূল (সঃ)-এর 'কওল' ও 'আমল' লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

(খ) রাসূল (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবী, ইসলাম জগতের প্রথম খলিফা আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট ৫০০ (পাঁচশত) হাদীস সম্বলিত একখানি 'সহিফা' ছিল।

(গ) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একাধিক 'সহিফা' ছিল। ইবনু আবদুর রব লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিকট এক উটের বোঝা পরিমাণ লিখিত গ্রন্থ মওজুদ ছিল।

(বিস্তারিত দেখুন, 'ইত্তেবায়ে সুন্নত'-প্রণেতা শায়খ ইবনু আবদুল আযীয বিন বায, ডাইরেক্টর জেনারেল গবেষণা, ফাতাওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ, সঊদী আরব।)

জামা'আতে নামায আদায় করা কালীন প্রত্যেক মুক্তাদিকে পরস্পরের পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। দুইজন মুক্তাদীর মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক থাকলে সেখানে শয়তান প্রবেশ করে মুসল্লীকে অসওয়াসা দিয়ে অন্য মনস্ক করার প্রয়াস পায়।

দলীল ঃ ১। বুখারী শরীফ- ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৫৫ হিঃ।
২। আবূ দাউদ শরীফ ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৪৮ হিঃ।
দু'জনের মাঝে ফাঁক রাখার কোন দলীল নেই।

নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর রাখতে হবে

'সাহাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত যে, (রসূলুল্লাহ সঃ-এর যুগে) লোক সকল নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম জেরার উপর রাখতে আদিষ্ট হতেন। **(বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ)**

আলকামা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা ওয়ায়েল বিন হুজর বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি যখনই তিনি নামাযের মাঝে দাঁড়াতেন, ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন। **(নাসাঈ শরীফ ১৪১ পৃঃ)**

اخرج احمد فى مسند عن وائل بن حجر قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين كبر رفع يديه حذاو اذنيه ثم حين دكع ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ورأيته فى الصلاة مسكا يمينه على شماله فى الصلاة

ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে অয়িল বিন হুজর থেকে উল্লেখ করেছেন তিনি (অয়িল) বলেন, আমি রসূল (সঃ) কে দেখেছি, যখন তিনি নামাযের জন্য তাকবীর বলতেন তখন হস্তদ্বয় দুইকান বরাবর উঠাতেন, তারপর রুকু করতেন। আবার যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন হস্তদ্বয় উঠাতেন এবং তাঁকে (রসূল সঃ-কে) তখন নামাযে লক্ষ্য করে দেখেছি ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে ধরে রাখতেন।

(মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৩১৮ পৃঃ)

ওয়ায়িল ইবনু হজর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম (সঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি (আমি তাঁকে দেখেছি যে,) তিনি তদীয় বক্ষের উপর স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন- ইবনু খুজায়মা, তিনি একে সহীহ বলেছেন। (বাংলা অনুবাদ বুলুগুল মারাম ১০৫ পৃঃ)

অন্যান্য দলীলসমূহ ঃ

১। বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৯৮ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৫৫ হিঃ।
২। ফতহুল বারী ২য় খণ্ড ১৫২ পৃঃ ১৩১৯ হিঃ।
৩। আবূ দাউদ শরীফ ১ম খণ্ড ১২১ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৪৮ হিঃ।
৪। মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ২২৬-২২৭ পৃঃ।
৫। সহীহ ইবনু খুজায়মা ১ম খণ্ড ২৩৩ পৃঃ বৈরুত ছাপা ১৩৯০ হিঃ।
৬। শরহুস সুন্নাহ ৩য় খণ্ড ৩১ পৃঃ বৈরুত ছাপা।
৭। বুলুগুল মারাম ২০ পৃঃ।
৮। নক্বী শরহে মুসলিম ১৭৩ পৃঃ।
৯। তুহফাতুল আওয়াজী শরহে তিরমিযী ২১৫ পৃঃ।
১০। মিরআত শরহে মিশকাত ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ।
১১। মা আলিমুৎ তানজীল ৯৯৭ পৃঃ।

নাভির নীচে হাত বাঁধার কোন সহীহ হাদীস নাই।

দলীল- ইমাম আবূ দাউদ নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস সহীহ নয় বলে মন্তব্য করেছেন- (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১২১ পৃঃ মিশরী ছাপা ১৩৪৮ হিঃ)। এই হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন ইসহাক আবূ শায়বা আল ওয়াসিতী রিজাল শাস্ত্রবিদদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে হাদীস গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তি।

বিস্তারিত দেখুন "রুকু থেকে উঠার পর মুসল্লী হাত কোথায় রাখবে? প্রণেতা শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায, সউদী আরব। এছাড়াও আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা ১ম খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠা, লেখক হাফিজ মাওলানা শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী, সভাপতি- পশ্চিমবঙ্গ জমঈয়তে আহলে হাদীস (এম.এম. ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট রেকর্ড), প্রকাশক- দারুস সালাম পাবলিকেশন্স-৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০।

নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। না পড়লে নামায হবে না, সে নামায উচ্চৈঃস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক না কেন?

দলীল- (১) বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৯৯-১০০ পৃঃ (২) মুসলিম শরীফ ১৬৯ পৃঃ (৩) আবূ দাউদ শরীফ ১ম খণ্ড ১৩২ পৃঃ (৪) তিরমিযী শরীফ ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ (৫) নাসাঈ শরীফ ১৪৫-১৪৬ পৃঃ (৬) ইবনু মাজাহ শরীফ ৬০-৬১ পৃঃ (৭) ইবনু খুজায়মা ১ম খণ্ড ২৪৬-২৪৮ পৃঃ (৮) মুসতাদরেকে হাকেম ১ম খণ্ড ২০৯ পৃঃ (৯) দারাকুতনী ১২২ পৃঃ (১০) তাহাবী ১২১ পৃঃ (১১) সহীহ আবূ আওয়ানাহ ২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ। ইমামের পিছনে মুক্তাদীরূপে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে এমন প্রমাণ নেই।

জেহরী নামাযে জোরে আমীন বলার প্রমাণ

রসূলুল্লাহ (সঃ) উচ্চৈঃস্বরের (জেহরী) নামাযে জোরে আমিন বলেছেন এবং আদেশ করেছেন তার প্রমাণ ঃ ১। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত (ইবনু আব্বাস রাঃ হতেও) তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমিয়েছেন ইহুদিগণ তোমাদের প্রতি এতটা হিংসা অন্য কোন বিষয়ে করে না যতটা করে সালাম দেওয়াতে এবং জোরে আমিন বলাতে; অতএব তোমরা বেশী করে জোরে আমিন বল। **(ইবনু মাজাহ শরীফ ৬২ পৃঃ)**

২। ফতহুল বারী (শরহে বুখারী) ২য় খণ্ড ২৬২-২৬৭ পৃঃ।
৩। মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ১৭৬ পৃঃ নওল কিশোর ছাপা ১৩৪৩ হিঃ।
৪। আবূ দাউদ শরীফ ১৪২ পৃঃ কানপুর ছাপা ১৩৫০ হিঃ।
৫। তিরমিযী শরীফ ৩৪ পৃঃ নওল কিশোর ছাপা ১৩১০ হিঃ।
৬। নাসায়ী শরীফ ১৪৭ পৃঃ দিল্লী ছাপা ১৩১৯ হিঃ।
৭। ইবনু খুজায়মা ৬২ পৃঃ বৈরুত ছাপা।

জেহরী নামাযের জামাআতে আমীন কখন বলতে হবে? একটু চিন্তা করুন!

১। অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। **(বুখারী, মুসলিম)**
২। সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না।
(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)
৩। রসূল (সঃ) নামাযে আমীন বলেছেন এবং মুক্তাদীগণ শুনেছেন।
(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

যদি ইমামের "ওয়ালাযযাল্লীন" বলা শুনে মুক্তাদীগণ আমীন বলেন তাহলে নিম্নের তিনটি প্রশ্নের জবাব কি?

প্রশ্ন ঃ

(ক) ইমাম যখন "ওয়ালাযযাল্লীন" বলেন, তখন মুক্তাদীগণ "আমীন" বলে থাকেন ইহাতে ইমামের আগে মুক্তাদীগণের আমীন বলা হয় কি না?

(খ) মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহার "ওয়ালাযযাল্লীন" শব্দ উচ্চারণ না করেই বা না পড়েই আমীন বলে থাকেন, ইহাতে পূর্ণ সূরা ফাতিহা পড়ার আদেশের লঙ্ঘন হয় কি না?

(গ) মুক্তাদীগণ রসূল (সঃ)-এর আমীন বলা শুনেছেন, ইহা কি রসূল (সঃ)-এর ওয়ালাযযাল্লীন শুনে মুক্তাদীগণ নিজেদের আমীন বলার পর রসূল

(সঃ)-এর আমীন বলা শুনেছিলেন? অথবা রসূল (সঃ) ওয়ালাযযাল্লীন বলে আমীন বলেছিলেন সেই আমীন মুক্তাদীগণ শুনেছিলেন?

অতএব ১, ২, ৩ নং হাদীস যদি সঠিকভাবে আমল করতে হয়, তাহলে ইমামের আমীন বলা শুনে মুক্তাদীগণকে আমীন বলতে হবে।

দলীল– আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব বর্ণনা করেছেন (নামাযে) রসূলুল্লাহ (সঃ) আমীন বলতেন।

বুখারী শরীফ–১ম খণ্ড ১০৮ পৃঃ। (৩৩৮ পৃষ্ঠা বাংলা আধুনিক প্রকাশনী)
মুসলিম শরীফ–১ম খণ্ড ১৭৭ পৃঃ। (নাসায়ী শরীফ–১ম খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)
তিরমিযী শরীফ–১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ। (২৯২ পৃঃ বাংলা অনুবাদ)
বায়হাকী শরীফ–২য় খণ্ড ৫৯ পৃঃ। (ইবনু মাজাহ শরীফ–১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ)
মুয়াত্তা মালেক–১ম খণ্ড ৩০ পৃঃ।

অতএব, আসুন, ইমামের আমীন বলার পর আমরা আমীন বলি আর ইহার মাধ্যমে সকল সহীহ হাদীসের উপর আমল বজায় রাখি।

রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযে রুকুর পূর্বে ও পরে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন তার প্রমাণ

১। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং যখন রুকুর জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও উক্তভাবে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এই রকম নামায রসূল (সঃ) মৃত্যু পর্যন্ত পড়েছেন।
(বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ তালখিসুল হাবীর ১ম খণ্ড ৮১ পৃঃ, দিরাসাতুল লবীব ১৭০ পৃঃ)

২। বুখারী শরীফ- ১ম খণ্ড ৯৭-৯৮ পৃঃ।
৩। মুসলিম শরীফ- ১৬৮ পৃঃ।
৪। তিরমিযী শরীফ- ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ।
৫। আবূ দাউদ শরীফ- ৬২ পৃঃ।
৬। ইবনু মাজাহ শরীফ- ৬২ পৃঃ।
৭। নাসায়ী শরীফ - ১৬১ পৃঃ।
৮। দারাকুতনী- ১০৯ পৃঃ।
৯। বায়হাকী- ২য় খণ্ড ৭৪ পৃঃ।
১০। ইবনু খুজায়মা ১ম খণ্ড ২৩৩, ২৯৪-২৯৬ পৃঃ।

১১। বড় পীর শাহ আব্দুল কাদের জিলানীর গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবের ১০ পৃঃ।

১২। ভারত গুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর স্বীয় গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ৮০ পৃঃ।

তাহাজ্জুত নামায আট রাকাআত, বিশ রাকাআত তাহাজ্জুতের কোন হাদীস সহীহ নয়, তার প্রমাণ

দলীল– (১) বুখারী শরীফ ১৫৪ পৃঃ (২) মুসলিম শরীফ ২৫৪ ২৫৫ পৃঃ (৩) আওজাফুল মাসালিক শরাহ মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড ৩৯৭ পৃঃ (৪) আল আরফুশ শাজী ৩২৯-৩৩০ পৃঃ, প্রণেতা আনোয়ার শাহ কাশমীরী।

বিতর নামায ১, ৩, ৫, ৭, ৯ রাকাআত

দলীল– (১) বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড ৩৯৭ পৃঃ মিশরী ছাপা।

২। মুসলিম শরীফ ৭৯৪ পৃঃ।

৩। আবূ দাউদ শরীফ ১ম খণ্ড ২১৪ পৃঃ মিশবী ছাপা ১৩৪৮ হিঃ।

বিতর নামায কেবলমাত্র ৩ রাকাআত নয় এবং তিন রাকাআত বেতর পড়ার সময় দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহ্হুদ পড়ার কোন দলীল নাই।

(দারাকুতনী ১৭২ পৃঃ, মুস্তাদরেকে হাকিম ১ম খণ্ড ৩০৪ পৃঃ, নসবুর রায়া ২য় খণ্ড ১২০ পৃঃ)

দুই ঈদের নামায তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া মোট বারো (১২) তাকবীরে পড়তে হয়

দলীল– বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে ঈদের নামাযের তাকবীরের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। (১) তিরমিযী শরীফে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৫টি হাদীস রয়েছে। (২) আবূ দাউদ শরীফে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৪টি হাদীস রয়েছে। (৩) ইবনু মাজাহ শরীফে ১২ (বার) তাকবীর সম্বন্ধে ৪টি হাদীস রয়েছে। মোট ১৩ (তেরটি) সহীহ হাদীস রয়েছে ১২ তাকবীর সম্বন্ধে।

বিঃ দ্রঃ ৬ (ছয়) তাকবীরের উল্লেখ সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে নাই। ৬ তাকবীরের কোন হাদীসের সন্ধান পেয়ে থাকলে গ্রন্থকারের ঠিকানায় পাঠাবেন।

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা সশব্দে পড়া যায় এবং ৪ (চার) তাকবীর দিতে হয়

দলীল– (১) বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃঃ। (২) আবূ দাউদ শরীফ ২য় খণ্ড ১০০ পৃঃ। (৩) তিরমিযী শরীফ ১২২ পৃঃ। (৪) নাসায়ী শরীফ ২৮১ পৃঃ। (৫) বায়হাকী ৪র্থ খণ্ড ৩৮ পৃঃ। কিন্তু সূরা ফাতিহা না পড়ার কোন হাদীস নাই। গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না এমন দলীল নাই। উপরন্তু আল্লাহর নবী (সঃ) আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী আসহামার মৃত্যুতে গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন।

(বুখারী শরীফ)

কুরআন ও সহীহ হাদীসের মানদণ্ডে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা বিদ'আত

এই অভিমতের পক্ষে যে সকল হানাফী ও আহলে হাদীস আলেম এবং মুফতী স্পষ্ট ভাষায় মতামত ও ফতওয়া প্রদান করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মহাপরিচালক, রিসার্চ, ফতওয়া, দাওয়াত ও প্রচার প্রশাসন, সউদী আরব। তার লিখিত কিতাব –ফাতওয়ায়ে ইসলামিয়া ১ম খণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠা।

২। প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর লিখিত কিতাব- ছালাতুর রাসূল (ছঃ) ৮১ পৃঃ।

৩। অধ্যাপক শায়খ হাঃ আইনুল বারী আলিয়াবী– সভাপতি পশ্চিম বঙ্গ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস। (এম,এম, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট রেকর্ড, প্রাইজ ও স্কলারশিপ প্রাপ্ত, ডিপ্লোমা ইন উর্দু, ফার্ষ্ট ডিভিশন ফার্ষ্ট রেকর্ড, ষ্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ও এম, এ, প্রিভিয়াস)। তার লিখিত আইনী তুহ্ফা সলাতে মুস্তফা– ২য় খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান ঃ আ'হ্লে হাদীস কার্যালয়, ১নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-৭০০০১৬, ভারত এবং আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা- ২১৪, বংশাল রোড (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, ফোন ঃ ৯৫৫৭১৭২।

৪। শায়খ আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী –সাবেক মুহাদ্দেস মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী ও সাবেক সহসভাপতি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস। তার লিখিত কিতাব– রসূলুল্লাহ (সঃ) সালাত এবং আক্বীদাহ্ ও জরুরী সহীহ্ মাস'আলাহ ২০০ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৫। শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম– লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সউদী আরব। তার লিখিত কিতাব– সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত।

৬। মুফতী শায়খ আব্দুর রউফ তার লিখিত- ফতওয়া বিভাগ, আহলে হাদীস দর্পণ, ১৬তম সংখ্যা, প্রশ্ন নং-২১৯, প্রাপ্তিস্থান ঃ ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০। ফোনঃ ৯৫৫৭১৭২।

৭। শায়খ মনসুরুল হক এম,এম, (ডাবল) বি,এ (অনার্স) এম,এ, ঢাকা বিশ্বঃ বি,এ (অনার্স) ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্বঃ, রিয়াদ, সউদী আরব -মোহাদ্দেস মাদ্রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা-১০০০। খতীব, বারিধারা আহলে হাদীস জামে মসজিদ, ঢাকা, তাফসীরকার বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার, প্রাক্তন সহযোগী রিলিজিয়াস এট্যাচি, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।

৮। শায়খ মোসলেহউদ্দীন (অনার্স এম, এ) রিয়াদ, সউদী আরব, পি,এইচ,ডি গবেষক- আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, মুহাদ্দিস মাদ্রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯১১৩৩৮৬।

৯। মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ৯৮ইং প্রশ্ন নং ৩/৪৬, ফতওয়া বিভাগ, দারুল ইফ্তা হাদীস ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, শায়খ আঃ সামাদ সালাফী, শায়খ আঃ রাজ্জাক জান্নাতপুরী, শায়খ সাঈদুর রহমান।

১০। শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -আল্ ফতওয়ায়ে কুবরাঃ ১ম খণ্ড ১৫৮ পৃঃ।

১১। শায়খ হাফেজ হাদীস ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ৬৬ পৃঃ।

১২। শায়খ মুফতী মুহাম্মাদ মুহিব্বুদ্দীন (ফয়েজী) নাঙ্গল কোট, কুমিল্লা -তার লিখিত কিতাব -ফরজ নামাজ পর সম্মিলিত মুনাজাত।

১৩। শায়খ ইব্রাহীম খান -দারুল ইফ্তা মাদ্রাসা হামিউচ্ছুন্না নেখল, হাট হাজারী, চট্টগ্রাম।

১৪। শায়খ নূর আহ্মদ -হাট হাজারী মাদ্রাসা।

১৫। শায়খ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -উরফুসসজি ৯৫ পৃঃ।

১৬। শায়খ মুফতী আব্দুল হাই লখনুবী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -ফতওয়ায়ে- আব্দুল হাইঃ ১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ।

১৭। শায়খ মুফতী ও মুহাদ্দিস ইউসুফ বিন নূরী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -মা'আরেফুল সুনান ৩য় খণ্ড, ৪০৭ পৃঃ।

১৮। তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাতা শায়খ আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -তোহ্ফাতুল আহওয়াজী ২য় খণ্ড, ২০২ পৃঃ।

১৯। শায়খ আবুল কাশেম (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -এমাদউদ্দীন, ৩৯৭ পৃঃ।

২০। শায়খ মজিদউদ্দীন ফিরোজ আবাদী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -সফরুস্ সাদাত ২০ পৃঃ।

২১। শায়খ আল্লামা শাতবী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -আল এ'তেসাম ১ম খণ্ড ৩৫২ পৃঃ।

২২। শায়খ ইবনুল হাজ মক্কী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -মাদখাল ২য় খণ্ড ২৮৩ পৃঃ।

২৩। হাকীমুল উম্মত থানবী (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -এস্তেহবাবুদ্দাওয়াত ৮ পৃঃ টিকাসহ।

২৪। পাকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ মুফতীয়ে আজম এবং তাফসীর গ্রন্থ মা'আরেফুল কুরআনের লেখক -মুফতী শায়খ শফী সাহেব (রহঃ) (মা'আরেফুল কুরআন -৩য় খণ্ড, ৫৭৭ পৃঃ)

২৫। মুফতীয়ে আজম শায়খ ফয়জুল্লাহ (রহঃ) তার লিখিত কিতাব -আহ্কামে দু'আঃ ১৩ পৃঃ।

২৬। শায়খ মনজুর নোমানী -(পাকিস্তানী) তার লিখিত কিতাব -মা'আরেফুল হাদীস ৩য় খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ।

২৭। মুফতী শায়খ আব্দুর রহমান, মুফতী শায়খ নূরুল হক, মুফতী শায়খ জামাল উদ্দীন (ফতওয়া নং ৯৬৫) কেন্দ্রীয় ইফ্তা বোড, ঢাকা, বসুন্ধরা।

২৮। মুফতী শায়খ আহ্মদ করীম, ওলামা বাজার মাদ্রাসা -ফেনী। তার লিখিত ফতওয়া ১৩/৭/১৪১৭ হিঃ।

২৯। মুফতী শায়খ আহ্মদদুল্লাহ জামেয়া ইসলামীয়া ফেনী।

৩০। পাকিস্তানের বিখ্যাত মুফতী শায়খ রশীদ আহ্মদ সাহেব (মাঃ জিঃ আঃ) তার লিখিত কিতাব-আহ্সানুল ফাতওয়া ৩য় খণ্ড, দু'আর অধ্যায় ৬৮ পৃঃ।

৩১। জামা'আতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব, তার লিখিত কিতাব- রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃঃ।

৩২। মাসিক মুঈনুল ইসলাম পত্রিকার জিজ্ঞাসা ও সমাধান -সূত্র মাসিক মুঈনুল ইসলাম সফর সংখ্যা ১৪১৩ হিঃ ও জুমাদাল উখরা সংখ্যা।

৩৩। জাগো মুজাহীদ পত্রিকার প্রশ্ন ও তার উত্তর -(মাসিক জাগো মুজাহিদঃ ৯৫ ইং ফেব্রুয়ারী সংখ্যা)।

৩৪। শায়খ আব্দুল হক্ব দেহলভী।

রসূল (সঃ) বলেছেন- যারা জেনে শুনে বিদআত করবে, তাদের নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, যাকাত, সদ্কা, জেহাদ এবং অন্যান্য ফরয ও নফল কোন ইবাদাতই আল্লাহ কবুল করবেন না, কারণ জেনে বুঝে বিদআতী ইসলাম হতে খারিজ (বহির্ভূত)। (ইবনু মাজাহ)

বিঃ দ্রঃ ফরয নামাযের পর রসূল মুহাম্মাদ (সঃ) মুক্তাদীদের নিয়ে দলবদ্ধভাবে দুই হাত তুলে মুনাজাত করেছেন বা করতে বলেছেন এমন একটি সহীহ হাদীস কেউ যদি পেয়ে থাকেন তাহলে গ্রন্থকারের ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

এক নজরে বুখারী শরীফে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায

আধুনিক প্রকাশনীর সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড ৭ম সংস্করণে ছাপানো

ক্রমিক নং	হাদীসের বিবরণ ও অনুচ্ছেদ দেওয়া হল বুখারী শরীফে বর্ণিত নামায ও প্রচলিত নামাযে অমিল কেন?	বুখারী শরীফের হাদীসের নম্বর
১.	অযু করার নিয়ম। (গর্দান মাসেহ হাদীসে নেই, এটা বিদ'আত)	১৬০, ১৮৬, ১৯৩
২.	তায়াম্মুম করার নিয়ম	৩২৬, ৩২৯, ৩৩০,
৩.	মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ার হুকুম	৪২৫. ১০৮৯, ১০৯২
৪.	নামাযে হাত বাঁধার নিয়ম (অনুচ্ছেদে আছে ডান হাত বাম হাতের ওপর)	৬৯৬
	(১৬ নং টীকার হাদীসগুলো সবই যঈফ ও জাল)	(চেহারা অর্থ গন্ধ হাত কব্জি নয়)
৫.	তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা নামায শুরু অন্য কিছু নেই	৭০০
৬.	ইকামতের বাক্যগুলো দু'বারের স্থলে একবার করে	৫৬৮, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২,
৭.	ইমাম, মুক্তাদী সকলকেই সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে	৩২৮ পৃঃ অনুচ্ছেদে দেখুন
৮.	সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া কারো নামায হবে না	৭১২
৯.	রুকু ও সিজদায় কোন দু'আ পড়বে	৭৫০, ৭৭২
১০.	নামাযে রুকুতে যেতে, রুকু হতে উঠে ও ৩য় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে হাত ওঠান (রফউল ইয়াদাইন করা	৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫
১১.	জামাতে মুক্তাদীগণ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে (অনুচ্ছেদ ও হাদীস)	৬৮১
১২.	মুক্তাদীগণ জেহেরী নামাযে জোরে আমীন বলবে	৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮,
১৩.	রুকু হতে উঠে কোন দু'আ পড়বে	৭৫১, ৭৫২, ৭৫৫
১৪.	১ম ও ৩য় রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পর একটু বসে, মাটিতে ভর দিয়ে উঠতে হবে	৭৭৪, ৭৭৭
১৫.	সিজদায় যেতে হাত আগে মাটিতে ঠেকাতে হবে	৭৭৮
১৬.	নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় ও শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম	৭৮২
১৭.	আযানের উত্তর ও আযানের দু'আ	৫৭৮, ৫৭৯
১৮.	খুৎবার সময় মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে দাখেলী সুন্নত পড়তে হবে	৮৭৭, ৮৭৮, ১০৯২
১৯.	মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামাযের ফযীলত	১১১১, ১১১২, ১১১৩
২০.	মাগরিবের আযান ও নামাযের মধ্যে সংক্ষেপে দু'রাকাত পড়া	৫৮৮, ৫৮৯, ১১০৮
২১.	নামাযের মধ্যে ভুল হলে সাহু সিজদার নিয়ম	১১৪৪, ১১৪৫
২২.	ফরয নামাযে সালাম ফিরানোর পর জোরে আল্লাহু আকবার বলা	৭৯৩, ৭৯৪
২৩.	বিতর নামায এক রাকাত পড়ার হাদীস	৯৩৪, ৯৩৬
২৪.	বিতরসহ তারাবীর নামায এগার রাকাত	১০৭৬
২৫.	জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া রসূল (সঃ)-এর সুন্নত	১২৪৭
২৬.	আওয়াল ওয়াক্ত বা ঠিক সময়ে নামায পড়ার ফযীলত	৪৯৬. ৪৯৮, ৪৯৯
২৭.	জুমু'আর দিনে যিনি সবার আগে মসজিদে আসেন, তাঁর সওয়াব	৮৭৬
২৮.	সফরে নামাযের বর্ণনা	১০৩৩, ১০৩৪
২৯.	জুমু'আর দিনের আযান ১টি এটা সুন্নত (তরীকা)	৮৫৯, ৮৬০, ৮৬২
৩০.	নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করাকে চুরি বলা হয়	৭০৭
৩১.	নামায আদায়কারী গোপনে প্রভুর সাথে কথা বলে	৫০০
৩২.	জামাতে নামায পড়ার ফযীলত	৬০৯, ৬১৫
৩৩.	ফজর ও আসরে ফিরিশতাদের আগমন (জামাতে নামায পড়ায় ২৭গুণ বেশী সওয়াব)	৬১২
৩৪.	মিসওয়াক ব্যবহার নবী (সঃ)-এর সুন্নত	২২৭, ২৩৮
৩৫.	এশার নামায বিলম্বে পড়া নবী (সঃ) পছন্দ করতেন	৫৩৮. (অনুচ্ছেদ)
৩৬.	কদরের রাতে ইবাদত করা ঈমানের অংগ	৩৪
৩৭.	আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীন ইসলামের জ্ঞান দেন	৭১
৩৮.	যে ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করবে সে গুনাহগার হবে	১০৪
৩৯.	সাতটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে হবে	৭৬৪, ৭৬৭
৪০.	সালাম ফেরার পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসেবেন	৭৯৭ ও (অনুচ্ছেদ)

আল্লাহ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অকাট্য নির্দেশাবলী

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ *

তোমাদের প্রভুর তরফ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, (কুরআন ও হাদীসরূপে) তারই অনুসরণ কর এবং এ ছাড়া কোন ওলি আউলিয়ার অনুসরণ করো না। (সূরা আরাফ ৩ আয়াত)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا *

তোমরা সকলে মিলিতভাবে আল্লাহর রশিকে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। দলে দলে বিভক্ত হয়ো না।

(সূরা আলে ইমরান ১০ আয়াত)

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ *

যারা আল্লাহর দীনকে টুকরা টুকরা করে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে (হে রসূল) আপনি কস্মিনকালেও তাদের দলভুক্ত নন। (সূরা আনআম ১৫৯ আয়াত)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى * اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى *

তিনি (নবী সঃ) নিজের প্রবৃত্তি হতে কোন কিছু বলেন না। তা অহি ভিন্ন আর কিছুই নয়। (সূরা আন্-নাযম ৩-৪ আয়াত)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ

অর্থাৎ হে রসূল! আপনি ঘোষণা করে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর।

(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ *

আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি সেই সমস্ত বিষয় মানুষের নিকট সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও যা তাদের নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে- যেন তারা চিন্তা করে দেখে। (সূরা নাহল ৪৪)

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا *

রসূল (সঃ) যা আদেশ প্রদান করেন তা' তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৭)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا *

যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, (তবে জেনে রাখ, হে রসূল) আমি তোমাকে তাদের উপর প্রহরী নিযুক্ত করিনি। (সূরা আন-নিসা ৮০)

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :
من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله (متفق عليه)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকেই অমান্য করে। **(বুখারী, মুসলিম)**

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى *

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যে পর্যন্ত তোমরা ঐ দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে রাখবে সে পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং আমার সুন্নাত আল হাদীস।

হুযাইফা বিন আল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- কল্যাণ এরপর পুনরায় অকল্যাণ আসবে কি? জওয়াবে রসূল (সঃ) বললেন, হাঁ দোযখের দরজার দিকে কতকগুলি আহ্বানকারী থাকবে তাদের ডাকে যারা সাড়া দিবে তারা তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করেই ছাড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে তাদের পরিচয় দিন। জওয়াবে তিনি বললেন, তারা আমাদের জাতীয় লোক হবে, আর তারা আমাদের ভাষায় কথা বলবে, সে সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে মুহূর্তটি যদি আমাকে পেয়ে বসে, তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? জওয়াবে তিনি বললেন, জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের নেতাকে আঁকড়ে ধরবে। আর জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের নেতা না পাওয়া গেলে সমস্ত ফিরকাকে পরিত্যাগ কর, মৃত্যু অবধি গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে থাকবে।

(বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৯ পৃঃ, ২য় খণ্ড ১০৪৯ পৃঃ, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বুখারীর ৩য় খণ্ড ৪৬৫ পৃঃ, মুসলিম ২য় খণ্ড ১২৭ পৃঃ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ পুস্তিকা প্রকাশের জন্য যে সকল আলেম মহোদয় ও যুবক ভাই আমাকে উৎসাহ দান ও সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য আমি প্রাণ খুলে দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন সবাইকে জান্নাতে স্থান দান করেন।